NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আদিবাসীর ধর্ম এবং ভেরিয়ার এলউইন

ফের বিয়ে করলেন শোয়েব মালিক ৮

কলকাতা ২১ জানুয়ারি ২০২৪ ৬ মাঘ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২২০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 21.1.2024, Vol.17, Issue No. 220, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

নেতাজি ইন্ডোরে সভা করবে আইএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার বাছাই করা এক হাজার জনকে নিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুপুর আড়াইটে থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সভা হবে আইএসএফ-এর। শনিবার এমনটাই জানালেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। সঙ্গে এও জানান, '১ হাজার জনকে নিয়ে সভার নির্দেশ হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চই দিয়েছিল। যা ডিভিশন বেঞ্চ বহাল রাখে।' একইসঙ্গে নওশাদ শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, 'ভিক্টোরিয়া হাউজ এলাকা কারও পৈতৃক সম্পত্তি না। এই দম্ভ আমরা ভাঙবই। রবিবার আমাদের সভাকে বুথে বুথে দেখানোর জন্য টিভি, মনিটর, প্রজেক্টরের ব্যবস্থা হবে। বুথে বুথে পতাকা উত্তোলন করা হবে।' প্রসঙ্গত শুক্রবারই সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। বরং রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে সভার স্থান নির্বাচন করতে হবে।

পরীক্ষা নির্বিঘ্নে মেটাতে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকার সব রকমের বন্দোবস্ত করছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে নবান্নে শিক্ষা দপ্তর এবং পুলিশ, বিদ্যুৎ ও পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। সেখানে তিনি পরীক্ষা পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। পরীক্ষার দিনগুলোতে যেন সকাল থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যায় বাস থাকে পরিবহণ দপ্তরকে তা নিশ্চিত করতে মুখ্য সচিব পরিবহণ দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন। পরীক্ষায় সময়ে জেলা ও মফস্বলে বিদ্যুতের সরবরাহে কোনও ব্যঘাত যাতে না ঘটে বিদ্যুত দপ্তরকে তা দেখতে বলা হয়েছে। তা ছাড়া বন দপ্তরকে বলা হয়েছে, বনাঞ্চলে যেখানে হাতি বা বন্য পশু বেরিয়ে আসার কারণে যান চলাচলে অসুবিধা হয়, সেখানে ড্রপগেট ব্যবহার করতে। একই সঙ্গে জানিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে থাকা পুলিশকে দিয়ে যাতে পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ, পকেট বা দেহ তল্লাশি না করা হয় সে ব্যাপারে মুখ্য সচিব স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। তাঁর কথায় পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ বা পকেট পুলিশ তল্লাশি করলে পরীক্ষা শুরুর আগে তাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এতবে মোবাইল বা কোনও ইলেকট্রনিক গেজেট নিয়ে কোনও পরীক্ষার্থী ঢুকছে কিনা পরীক্ষা কেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষকেরাই তা পরীক্ষা করে দেখবেন।

সোমে উদ্বোধন অযোধ্যার রাম মন্দির, চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

অযোধ্যা, ২০ জানুয়ারি: হাতে সময় মেরেকেটে ২৪ ঘণ্টা। ভারতবাসীকে 'ঐতিহাসিক' মুহূর্তে সাক্ষী করতে প্রস্তুত অযোধ্যা। সোমবারই অযোধ্যার নব নির্মিত রাম মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হবে রামলালার।

কেউ ভক্তিতে, আবার কেউ নিছক কৌতূহলে, কেউ আবার উন্মাদনার বশবর্তী হয়ে ছুটেছেন অযোধ্যায়। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, নিমন্ত্রিতরা ছাড়া আর কেউ আসতে পারবেন না এই সময়ে। মন্দির দর্শন দূরের কথা, শহরেও অতিরিক্ত ভিড় করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু বেশ কয়েক দিন আগেই যাঁরা শহরে ঢুকে পড়েছেন তাঁরা রয়ে গিয়েছেন। যে ভাবে জনস্রোত দেখা যাচ্ছে তাতে চিন্তায় প্রশাসন।

একদিকে চলছে রামমন্দির সাজানো, ভিভিআইপি-দের নিরাপত্তার তদারকি, অন্য দিকে, অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে অযোধ্যায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ট্রেনের স্টপেজ। শনিবার থেকেই কার্যত অন্য ছবি অযোধ্যায়। এদিন সকাল থেকেই রামলালার দর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যেখানে নতুন মন্দির হচ্ছে সেখানেই রয়েছে রামলালার অস্থায়ী ছাউনি। ২০২০ সালের ৫ অগস্ট এখানে মূর্তি রাখা হয়েছিল। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ওই মূর্তি মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হবে। তার আগে আর কোনও দর্শনার্থী রামলালার কাছে যেতে পারবেন না। মন্দিরে যাওয়ার সব রাস্তাই শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে রাস্তার মুখের ভিড় কমানো যায়নি।

মন্দির সাজানোর কাজ চলছে পুরোদমে। নির্মাণকর্মীরাও রাস্তা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যে রাস্তাটি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঢুকবেন তার সাজও শনিবার পুরোদমে চলছে। রবিবারই সমস্ত কাজ শেষ করতে হবে। এই রাস্তা দিয়ে আরএসএসের সর-সঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এবং অন্য অতিথিরাও ঢুকবেন। তবে মন্দিরে যাওয়ার অন্যান্য রাস্তা ফুল দিয়ে সাজানোর কাজ প্রায় শেষ।

যে মন্দিরের উদ্বোধন হবে সোমবার তার একটি মাত্র তলা এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। তারও অনেক কাজ বাকি। সেই নির্মাণকাজও শনিবার থেকে একেবারে বন্ধ। শুধু সাজানোর কাজ চলছে। বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে মন্দির এবং নতুন মূর্তির অভিষেক পর্ব রবিবার সন্ধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। গত এক সপ্তাহ ধরে চলা নবগ্রহ যজ্ঞও রবিবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। ১২১ জন পূজারী এই সব ধর্মীয় আচার চালাচ্ছেন। নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই পর্বের প্রধান পুরোহিত গণেশ্বর শাস্ত্রী দ্রাবিড়।

জনপ্লাবনে দিশেহারা প্রশাসন

দামী রামায়ণ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: উদ্বোধনের দু'দিন আগে অযোধ্যায় পৌঁছে গেল সবচেয়ে দামি রামায়ণ। রামমন্দিরের আদলেই তিন তলা বাক্সে রামায়ণের বইটি তৈরি করা হয়েছে। এএনআই সূত্রে খবর, সারা বিশ্বে রামায়ণের যত বই রয়েছে সেগুলির মধ্যে অযোধ্যায় নিয়ে আসা রামায়ণের মূল্য সবচেয়ে বেশি। এই বইটির মূল্য ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। বইটির ওজনও তাকলাগানো। তিন তলা বাক্সে রাখা এই বইয়ের ওজন ৪৫ কিলোগ্রাম। তিন তলা বাক্সের উপর বইটি পড়ার জন্য আলাদা ভাবে একটি জায়গাও তৈরি করা হয়েছে।

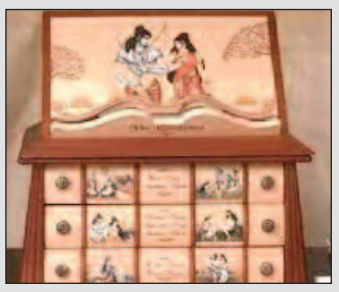

দর্শনার্থীদের জন্য দরজা খুলবে মঙ্গলবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার মন্দির উদ্বোধন হলেও মঙ্গলবার থেকে দর্শনার্থীদের জন্য এই মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের তরফে জানা গিয়েছে,দিনে দু'বার মন্দিরের দরজা খোলা হবে। সকাল ৭টায় মন্দিরের দরজা খোলার পর সাড়ে ১১টার সময় দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার পর আবার দুপুর ২টো থেকে দর্শনার্থীরা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতে পারবেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। দর্শনার্থীদের জন্য সারা দিনে মোট তিন বার আরতির আয়োজন করা হয়েছে। তিনটি আলাদা সময়ে আরতি দেওয়া যাবে। ভোর সাড়ে ৬টা থেকে দর্শনার্থীরা জাগরণ আরতি দিতে পারবেন। দুপুর ১২টা থেকে ভোগ আরতির আয়োজন থাকবে রামমন্দিরে। সন্ধ্যারতি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়।

রাম বন্দনায় বাংলার গান

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে তাতে লাগল নজরুলগীতির সুর। সোমবার অনুষ্ঠানের ঠিক দু'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় 'শেয়ার' করলেন কাজী নজরুল ইসলামের 'মন জপ নাম' গান। ঘটনাচক্রে, যে গানটি গেয়েছেন বাংলার শিল্পী পায়েল কর। পায়েলের গাওয়া নজরুলসঙ্গীতটি শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, 'প্রভু শ্রীরামের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অগাধ শ্রদ্ধা।'

এক দশকে হাজার কোটি বিদেশি মুদ্রা বিনিময় শংকরের সংস্থায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর ওরফে ডাকুর ব্যবসায়িক বিষয়ে বিস্ফোরক তথ্য দাবি করল ইডি। আদালতে ইডির দাবি, শঙ্কর আঢ্যের সংস্থার মাধ্যমে গত ১০ বছরে এক হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হয়েছে।

শনিবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে হাজির করানো হয়েছিল শঙ্করকে। জামিন খারিজ করে তাঁকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজত দিয়েছেন বিচারক। এদিন বিকেলেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে । এই জেলেই রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও মানিক ভট্টাচার্য। এবার তাঁদের সঙ্গী হচ্ছেন শংকর আঢ্য। শংকর আঢ্যকে আদালত থেকে সংশোধনাগারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'ভগবান বিচার করবেন। যে চক্রান্ত করেছে ঈশ্বর তার বিচার করবেন।'

শুনানিতে ইডি শঙ্করের বিষয়ে আরও নতুন তথ্য দাবি করে। আদালতে ইডি দাবি করেছে, শঙ্করের সিএ (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট)-কেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। তাদের দাবি, 'আঢ্য ফরেক্স'-সহ চারটি সংস্থার মাধ্যমে ৩৫০ কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রায় পরিণত (কনভার্ট) করেছেন শঙ্কর। ইডির দাবি, গত ১০ বছরে শঙ্করের 'এসআর আঢ্য ফিনান্স লিমিটেড'-এর মাধ্যমে এক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হয়েছে। ২০১২-১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে। ঘটনাচক্রে, তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই এ সব হয়েছে।

ইডি আদালতে আরও দাবি করেছে, ৯০টি ফরেক্স সংস্থার সঙ্গে জড়িত শঙ্কর। ৬টি সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে শঙ্কর বা তাঁর স্ত্রী বা মেয়ে বা পরিবারের সদস্যদের। ওই সংস্থাগুলির মাথায় রয়েছেন শঙ্কর বা তাঁর পরিবারের লোকজন। শঙ্করের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেলের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায় টাকা আসে, বিনিময় হয়।

গত ৫ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় শঙ্করের বাড়িতে প্রায় ১৭ ঘণ্টা তল্লাশি চালায় ইডি। রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইডি আদালতে জানায়, ২০ হাজার কোটি টাকার বিদেশে লেনদেন হয়েছে শঙ্করের একাধিক ফরেক্স সংস্থার মাধ্যমে। রেশন 'দুর্নীতি'র সঙ্গে সেই টাকার যোগ থাকতে পারে বলে অনুমান ইডির। ইডির দাবি, ওই ২০ হাজার কোটির মধ্যে অন্তত ৯ থেকে ১০ হাজার কোটি জ্যোতিপ্রিয়ের। শঙ্কর অবশ্য ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। শনিবার তাঁর ইডির হেপাজত শেষ হয়েছে। তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আদালতে দাবি ইডির আইনজীবীর

কেঁদে ফেললেন স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি গ্রেপ্তার হওয়া শঙ্কর আঢ্য ছিলেন ইডি হেপাজতে। শনিবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়। এদিন আদালত কক্ষের বাইরে শঙ্করকে দেখেই কেঁদে ফেললেন স্ত্রী জ্যোৎস্না। শংকরতে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। কয়েক জন ধরে ধরে নিয়ে আসছিলেন। তাঁকে দেখেই কেঁদে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েন। বলেন, 'তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না গো। একদম অন্য রকম লাগছে।' স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়েন শঙ্করও। জ্যোৎস্নাকে তুলে ধরে সান্ত্বনা দেন।

তামিলনাড়ুর মন্দিরে প্রধানমন্ত্রীকে মাউথ অর্গ্যান বাজিয়ে শোনাল হাতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রীকে মাউথ অর্গ্যান বাজিয়ে শোনাল হাতি। অবাক হচ্ছেন? তামিলনাড়ুর রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হাতির মাউথ অর্গ্যান বাজিয়ে শোনানোর ভিডিও এখন ভাইরাল। ২৪ সেকেন্ডের ভিডিও ক্লিপ দ্রুত দেখে ফেলেছেন ১ লাখ দর্শক। সেই সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে।

শনিবার তামিলনাড়ুর রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই প্রথম দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী এই মন্দিরে এলেন। আর এই মন্দিরেই এক হাতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ভিডিও ভাইরাল হয়। সেই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, মন্দিরের ওই হাতির শুঁড়ে একে একে নানা রকম জিনিস দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। সে সব নিয়ে গজরাজ প্রধানমন্ত্রীকে শুঁড় দিয়ে আশীর্বাদও করে। প্রধানমন্ত্রী এরপরই হাতির শুঁড়ে একটি মাউথ অর্গ্যান দেন। সেটাই বাজিয়ে শোনায় অন্ডাল নামের ওই হাতিটি। হাতির মাউথ অর্গ্যান বাজানোর সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

এদিন মোদির পরনে ছিল তামিল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। ভেস্টি অর্থাৎ ধুতি ও অঙ্গস্ত্রম অর্থাৎ শাল পরে এদিন মন্দিরে প্রবেশ করতে দেখা যায় তাঁকে। পুরোহিতরা তাঁকে উপহার দেন সদরি তথা মুকুট। আর সেই সঙ্গেই তাঁকে দেখা যায়

অন্ডাল নামের নামের এক হাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। মন্দিরের মূল বিগ্রহের সামনে হাতজোড় করে প্রণাম করেন প্রধানমন্ত্রী। পুজো দেন। পান করেন চরণামৃতও। প্রসঙ্গত, এই মন্দিরের আরাধ্য দেবতা শিব। কথিত, এখানকার প্রধান যে লিঙ্গ সেটির আরাধনা করেছিলেন স্বয়ং রাম ও সীতা।

প্রসঙ্গত, রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার ১১ দিন আগে থেকেই সংযম করছেন মোদি। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার 'পবিত্র দায়িত্বভার' গিয়ে পড়েছে তাঁর কাঁধে।

তাই ১১ দিন তিনি নানাবিধি বিধিনিষেধের মাধ্যমে ব্রত পালন করে 'অন্তরের পবিত্রতাকে জাগ্রত' করছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে উপাসনাও করতে দেখা যাচ্ছে মোদিকে।

সতর্কতায় পাত্তা না দিয়ে ফের সরব হুমায়ুন কবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার বেশি কথা বলতে বারণ করেছিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবারই 'বোমা' ফাটালেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের এক কর্মীর নাম করে হুমায়ুনের অভিযোগ, ওই কর্মী 'তোলাবাজ'! টাকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্লক সভাপতি ঠিক করে দিচ্ছেন তিনি। তবে পাশাপাশিই অভিষেকের নেতৃত্ব নিয়ে তাঁর আস্থার কথাও জানিয়েছেন। হুমায়ুন বলেন, 'অভিষেক সত্যিই যোগ্য নেতৃত্ব হয়ে উঠেছেন। তিনি শুধু ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ নন। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের ২ নম্বর (নেতা)। মমতার পরেই তাঁকে মানি।' হুমায়ুনের ক্ষোভ দলের তরুণ প্রজন্মের উপরেও। তাঁর কথায়, 'কোনও চ্যাং-ব্যাং, ২৭-২৮ বছরের ছেলেরা ৬০, ৬২, ৭০ বছরের নেতৃত্বকে অবহেলা করবে, তাঁদের কর্তৃত্ব নিয়ে চ্যালেঞ্জ করবে, ভুল ট্রিটমেন্ট করা, মূল্যায়ন করা, মেনে নেওয়া যায় না। সে সব মানব না!' সম্প্রতি রাজ্য জুড়ে ব্লক সভাপতি বদলেছে তৃণমূল। অনেকের মতে, সেই প্রসঙ্গেই ক্ষোভ রয়েছে। পাশাপাশি হুমায়ুন এ-ও বলেন, 'অভিষেককে আমি নেতা মানি। তাঁর হুইপ মানতেও রাজি। কিন্তু তাঁর নাম করে কেউ অনৈতিক কাজ করবে, সেটা মানা সম্ভব নয়।'

হস্তচালিত তাঁতে তৈরি রামায়ণ শাড়ি নিয়ে অযোধ্যা পাড়ি শিল্পীর

নীলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

নদিয়া নদিয়া জেলার হবিবপুরের রাঘবপুর মাঠপাড়ার বাসিন্দা হস্তচালিত তাঁত শিল্পী পিকুল রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সিল্কের সুতোয় সূদ কাজের মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁতে বুনেছেন আস্ত একটা শাড়ি, নাম দিয়েছেন রামায়ণ। শাড়িতে ফুটিয়ে তুলেছেন রামের বনবাস থেকে রাম রাবণের যুদ্ধ হয়ে অযোধ্যায় ফিরে রামের অভিষেক পর্যন্ত। অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে তাঁর এই শাড়িতে যা বাংলার হস্তচালিত তাঁত শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। শাড়িটি দেখার পর বহু মানুষ কিনতে চাইলেও তিনি বিক্রি করতে নারাজ। তাঁর ইচ্ছা ২২ শে জানুয়ারি

অযোধ্যায় রাম মন্দিরে উপহার হিসেবে সশরীরে উপস্থিত থেকে শাড়িটি দিতে চান। বাংলার উপহার হিসেবে শাড়িটি প্রদর্শিত হোক অযোধ্যার রাম মন্দিরে। আর এই বাসনা নিয়েই তিনি এবং তার দাদা অনন্ত রায় অযোধ্যা যাওয়ার জন্য ট্রেনের রিজার্ভেশন টিকিট না পেয়েও জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উঠে বসলেন শনিবার। গন্তব্য অযোধ্যা।

আগাম জামিনের আবেদন নুসরত জাহানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান শনিবার সকালে আলিপুর আদালতে হাজিরা দিলেন। আগাম জামিনের আবেদন করেন বসিরহাটের সাংসদ। ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ নুসরতের বিরুদ্ধে। গত ১৬ জানুয়ারি আলিপুর জজ কোর্ট জানিয়েছিল, আদালতে সশরীরে হাজিরা দিতেই হবে নুসরতকে। আলিপুর আদালত এই মামলায় অভিনেত্রীকে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আলিপুর জজ কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নুসরত। সেখানেও ধাক্কা খান। অভিযোগ, প্রতারণার ঘটনায় যে সংস্থার নাম জড়িত, নুসরত এক সময় তার 'ডিরেক্টর' পদে ছিলেন। ২০১৪-১৫ সালে ৪০০-র বেশি প্রবীণ নাগরিকের থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ করে টাকা নিয়েছিল এই সংস্থা। বদলে তাঁদের এক হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যদিও তাঁরা সেই ফ্ল্যাট পাননি। টাকাও ফেরত পাননি বলে অভিযোগ।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Bhaskar Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ajit Biswas ও A. K. Biswas, Ajit Kumar Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৩৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Goirik Baran Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gostha Behari Ghosh ও G. B. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Seraj Ansari S/o. Md. Qaiyum Ansari R/o. 20 S.B.M. Road, Champdani, Baidyabati, Bhadreswar, Hooghly-712222, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammad Seraj Ansari & Md. Seraj Ansari & my father Mohammad Qaiyum Ansari, Md. Qaiyum Ansari, Kayum Ansari উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Debasish Koley S/o. Sukumar Koley R/o. Moyra Para Raghunathpur, Dankuni, Hooghly-712247, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Debasish Kole & Debasish Koley, my father Sukumar Kole & Sukumar Koley & my mother Gayatri Kole & Gayatri Koley উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Nutan Devi D/o. Biswanath Singh W/o. Rajendra Singh R/o. 1 No. Netaji Park, Bandel, Lichu Bagan, Keota, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Nutan Devi & Nutan Singh D/o. Biswanath Singh W/o. Rajendra Singh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি Pradip Mukherjee S/o Sachindra Nath Mukherjee গত ১৬-০১-২০২৪ তারিখে 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর কোর্টে এফিডেভিট (558) কোরে প্রমান করছি যে Pradip Mukherjee ও Pradip Kr. Mukherjee দুজনেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি

নাম-পদবী

আমি শম্পা সাউ ১৮-০১-২০২৪ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে ১৪৫৩ নং এফিডেভিট করে শম্পা গুপ্তা নামে পরিচিত হলাম। শম্পা সাউ ও শম্পা গুপ্তা একই ব্যক্তি।

Tender

Sealed Tenders Invited By The Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **MEMO No- 569 & 570/ PAN/KGP-I/2023-24, Dated- 15.01.2024.** For various schemes. Last date of application **29.01.2024 up to 12.30p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat.

NOTICE

It is notified to all concern that an original Sale Deed in connection with Bastu Land area 0.036 acre at R.S. Dag No 1041, 1042 corresponding to L.R. Dag No 1189 and 1190 under LR Khatian No – 838/1 respectively situated at Mouza – Bali, J.L. No – 9, District – Hooghly, Ward No – 5 Moholla – Twaripara under Hooghly Chinsurah Municipality in the name of **Gourpada Maity son of Sudhir Chandra Maity** was lost. The said original Sale Deed is required for the purpose to get Loan from any nationalized Bank and other legal purpose. In this regard a General Diary has been lodged being **GDE No. 634(1) dated 09/01/24** at Chinsurah Police Station, Hooghly West Bengal. If any person/s traced or found the said original sale deed, please return the same to the undersigned within 15 days from the date of publication. That no claim and demand shall be entertained after the stipulated period. If any transaction is made with any person/s and authority by the strength of this loss said sale deed shall be deemed to be null and void.

TAPAS KUMAR MONDAL
ADVOCATE
Chinsurah Court.
20/01/2024

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে জানুয়ারি রবি বার। একাদশী তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা, বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পারার কারণে আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহত দাম্পত্য জীবনে আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রী জগন্নাথ।

ধনু রাশি : আজ রবিবার। নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখ বরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র শং।

কুম্ভ রাশি : রবিবার । আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : আজ রবি বার । পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি হবে। হর হর মহাদেব।

(বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রয়ান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

ডায়মন্ডহারবারে বার্ধক্য ভাতা সরকারিভাবে কবে চালু, পাশ কাটালেন জেলাশাসক

‘সমস্যা-সমাধান-জনসংযোগ’ মহেশতলায় শিবির উদ্বোধনে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা

বিপ্লব দাশ ● মহেশতলা

ডায়মন্ডহারবারে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালু হওয়া বার্ধক্য ভাতা সরকারিভাবে চালু করার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। শনিবার মহেশতলায় ‘সমস্যা-সমাধান-জনসংযোগ’ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলাশাসক। মহেশতলার আশুতি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কর্মসূচির উদ্বোধন হল। রাজ্যের প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষদের জন্য সমস্ত রকমের নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে শুরু হল এই ‘সমস্যা-সমাধান-জনসংযোগ’ শিবির। ‘দুয়ারে সরকার’ শিবিরে উপভোক্তারা আবেদন করেও যে পরিষেবাগুলো থেকে এখনও বঞ্চিত রয়েছেন। সেই পরিষেবাগুলোর সমস্যার সমাধান করে উপভোক্তাদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি বুথে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠকে মানুষের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রয়োজন সরকারি অফিসারদের শাস্তির হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। মানুষ যেন সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না থাকেন, সেই উদ্দেশ্যেই ‘সমস্যার সমাধান জনসংযোগ’ কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই জনসংযোগ কর্মসূচির দায়িত্বে থাকবেন তিনজন করে সরকারি আধিকারিক। তারা প্রতিটি শিবির মনিটরিং করে উপভোক্তাদের পরিষেবা সুনিশ্চিত করবেন।

শনিবার মহেশতলার আশুতি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে শিবির উদ্বোধনের পর বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেন জেলাশাসক। বেশ কয়েকজন উপভোক্তা কেন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তা জানতে চান। আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। তিনি বলেন, জেলার সমস্ত বুথে এই কর্মসূচি চালু হয়েছে। যে সমস্ত উপভোক্তা এই শিবিরে আসবেন তাদের প্রত্যেকের পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে উপভোক্তাদের ফোন করে জানা হবে তিনি পরিষেবা পেয়েছেন কিনা। দরকার হলে বাড়ি বাড়ি যাবেন আধিকারিকরা। ডায়মন্ডহারবারে প্রায় ৭০ হাজার প্রবীণদের বার্ধক্য ভাতা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারিভাবে কবে এই প্রবীণরা বার্ধক্য ভাতা পাবেন? প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে জেলাশাসক জানান, সরকার যে নির্দেশ দেবে সেটাই আমরা পালন করব।

শনিবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রজাতন্ত্র দিবস ও রবিবার দিন এই শিবির বন্ধ থাকবে।

বাংলা ও ওড়িশার কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়নের নতুন পথের সন্ধান

রূপম চট্টোপাধ্যায়

মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী করার ও শ্রমনিবিড় কৃষিকে বিস্তৃত করার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতে এই পরিকল্পনা রূপায়নে সচেষ্ট হয়েছেন ওড়িশার উদ্যোগপতি তুষার ভঞ্জ। তাঁর সংস্থা হারিত কৃষি নিধি ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের ২ লক্ষ মহিলাকে কুড়ি হাজার টাকা করে ঋণ দিয়েছে। খুবই কম সুদে এই ঋণ নিয়ে ওই মহিলারা কৃষি পণ্যের ও ফলের ব্যবসা করে রোজগারি হতে চেষ্টা করছেন। একটি নির্দিষ্ট কৃষি পণ্য একটু বেশি পরিমাণে কিনে তা হাটে বা পাইকারি বাজারে বিক্রি করলে ঝুঁকি বিহীন আয়ের সুযোগ থাকে। এভাবেই ধান, আলু, কুমরো, কপি সহ নানা পণ্য ও পেঁপে, ড্রাগন, আখ ইত্যাদি এক ফলের ব্যবসা বহু মহিলাকে আয়ের পথ দেখিয়েছে। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তারা পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগানও কিনতে চলেছেন। তাঁর লক্ষ্য আগামী দিনে হারিত কৃষি নিধিকে ব্যাংক রূপান্তরিত করে ক্ষুদ্র ঋণকে সহজ লভ্য করে হোরাইজেন্টাল ডেভলপমেন্টকে সম্প্রসারিত করা। এছাড়াও তিনি তাঁর সংস্থার পক্ষ থেকে হেল্‌থ ক্লাবের হেল্‌থ ক্যাম্পে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবারের গঙ্গা সাগর মেলায়। হেল্‌থ ক্লাবের কর্ণধার সোমা মুখার্জী জানান, এই বছর কমপক্ষে ১৫ হাজার পুণ্যার্থী হেল্‌থ ক্লাবের স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন বণিকসভা ও বিশিষ্ট কৃষি-অর্থনীতিক মহল। তুষার ভঞ্জ জানান, ঋণকে সহজলভ্য করে ও কৃষি নির্ভর লাভজনক ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করে পিছিয়ে পড়া মানুষকে টেনে তোলাই তার আর্থিক চিন্তার মূল।

মোবাইল ছেড়ে নতুন প্রজন্মকে মাঠমুখী করার বার্তা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বর্তমান প্রজন্ম ইদানিং মোবাইলে বুদ হয়ে পড়েছে। তাই নতুন প্রজন্মকে মাঠমুখী হওয়ার বার্তা দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের ক্রীড়া প্রেমী সাংসদ অর্জুন সিং। শনিবার ভাটপাড়া সার্কেল ইন্টার প্রাইমারি স্কুল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কাঁকিনাড়ার কাঁটাপুকুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে। কচিকাঁচাদের খেলাধূলায় উৎসাহ দিতে এদিন হাজির ছিলেন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, মানুষ গড়ার কারিগর প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরাই। প্রাইমারি শিক্ষা থেকেই খুদেদের ভীত মজবুত হয়। তাই শিক্ষার পাশাপাশি পড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধূলায় মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে। সাংসদের কথায়, যেমন গীতা পাঠের প্রয়োজন আছে। তেমনি কচিকাঁচাদের শারীরিক বিকাশে খেলাধূলারও প্রয়োজন রয়েছে। সাংসদ ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি দেবজ্যোতি ঘোষ, নৈহাটি পুরসভার শিক্ষা দপ্তরের সিআইসি কানাই লাল আচার্য, ভাটপাড়া সার্কেলের এস আই অঞ্জনা বিশ্বাস, প্রাইমারি স্পোর্টস কমিটির উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কোর কমিটির সদস্য বিজেশ প্রসাদ-সহ ক্রীড়াপ্রেমীরা।

অযোধ্যায় মন্দিরের খুশিতে মেহেন্দি করালেন বৈশালী ডালমিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে বৈশালী ডালমিয়া সহ প্রায় ২০ জন মহিলা নিজেদের হাতে রাম মন্দিরের মেহেন্দি করলেন। কারোর হাতে রাম মন্দির করা হচ্ছে আবার কারোর হাতে রামের পতাকা হচ্ছে মেহেন্দির মাধ্যমে। আগামী ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হবে অযোধ্যার। রাম মন্দির উদ্বোধনের আগেই বেহালায় নিজের বাড়িতে বৈশালী ডালমিয়া সহ প্রায় ২০ জন মহিলারা নিজেদের হাতে মেহেন্দি করালেন। বৈশালী ডালমিয়া জানান, যেকোনও শুভ কাজের আগে মেহেন্দি ব্যবহার করা হয়। আর সেই কারণে রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে মহিলারা নিজেদের হাতে মেহেন্দি করাচ্ছেন। কারোর হাতে রাম মন্দির করা

হচ্ছে আবার কারোর হাতে রামের পতাকা করা হল মেহেন্দির মাধ্যমে।

নির্বাচনের কাজে দক্ষতা দেখে ৩ জেলাশাসককে পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা প্রচার ও ভোটদানে উৎসাহ দেওয়ার প্রক্রিয়া ও ভালো কাজের সুবাদে রাজ্যের তিন জেলাশাসককে পুরস্কৃত করবে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের ২৩ টি জেলার মধ্যে তিনটি বিভাগে সেরা হওয়ার নিরিখে ‘স্টেট অ্যাওয়ার্ডস ফর বেস্ট ইলেক্টোরাল’ পুরস্কার দেওয়া হবে। আগামী ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবসে রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে কলকাতার আলিপুরে ভাষাভবন প্রেক্ষাগৃহে ওই সম্মাননা প্রদান করা হবে। ‘ইলেক্টোরাল রোল ক্লিনসিনিং’ অর্থাৎ ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার কাজে এই পুরস্কার পাবেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক শরদকুমার দ্বিবেদী। ‘ওভারঅল পারফরমেন্স ইন ইলেক্টোরাল রোল ম্যানেজমেন্ট’ অর্থাৎ ইভিএম ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরার কাজে পুরস্কৃত হবেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য। পুরুলিয়ার জেলাশাসক রজত নন্দা পুরস্কৃত হচ্ছেন ‘ইনোভেটিভ ক্যাম্পেনস অ্যান্ড সিস্টেমেটিক ভোটারস এডুকেশন এন্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন’ অর্থাৎ ভোটারদেরকে বুথমুখী করতে উদ্ভাবনী ভাবনাকে তুলে আনা।

চালকল চালাতে কত বিদ্যুৎ খরচ খাদ্য দপ্তরের কাছে জানতে চাইল বিদ্যুৎ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের চালকল গুলিতে কি পরিমান বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে তা জানতে খাদ্য দপ্তর রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ধান ভাঙার ক্ষেত্রে একাংশের চাল কলের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতেই এই রিপোর্ট তলব বলে জানা গিয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের পর তা চালকল গুলির কাছে ভাঙানোর জন্য পাঠানো হয়। একাংশের অসাধু চালকল ওই চাল ভাঙিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে এবং পরিবর্তে নিম্ন মানের ধান বাজার থেকে কিনে তার চাল খাদ্য দফতরকে ফেরত দিচ্ছে বলে অভিযোগ এসেছে। তা রুখতেই চাল কল গুলির বিদ্যুৎ খরচের প্রকৃত হিসাব চাওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে খাদ্য দফতরের কর্তারা বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে বৈঠকেও বসেছেন। এছাড়া সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে ধান চালকল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং খাদ্য দফতরের গুদামে ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যবহৃত সমস্ত গাড়িতে অবস্থা নির্ণায়ক প্রযুক্তি বা জিপিএস বসানোর বিষয়টি নিয়েও পরিবহন দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এজন্য আইনি খুঁটিনাটি মেটানোর প্রক্রিয়া চলছে।

লিলুয়াতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব, গুলি চালানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শুক্রবার গভীর রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাওড়ার লিলুয়া এলাকা। ওই এলাকার দাগাবাগান অঞ্চলে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালায় বলেই অভিযোগ বাসিন্দাদের। শুধু তাণ্ডব নয়, দুষ্কৃতীরা মাঝরাতে গুলিও চালায় এমনটাই অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসীর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ শুক্রবার রাতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। গোষ্ঠী সংঘর্ষের মধ্যেই একদল দুষ্কৃতী তাতে যোগ দেয়। স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর বাড়িতেও তারা হামলা চালায় বলেই অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রের খবর, মূলত তোলাবাজির টাকা নিয়েই হুমকি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনাটি ঘটে। এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর চালায়। শুধু তাই নয়, এলাকাবাসীদের দাবি কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। এলাকার কয়েকজন মহিলাদের শ্লীলতাহানিও করে দুষ্কৃতীরা বলেই সূত্রের খবর। গোটা ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে লিলুয়ার দাগাবাগান এলাকায়। সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে লিলুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হয়। ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও, এখনও গোটা এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। পুনরায় যাতে অশান্তি না তৈরি হয় তার জন্য এলাকাতে পুলিশ টহলদারি চালানো হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, এই এলাকায় এক গোষ্ঠী রাস্তাঘাট তৈরি ও অন্যান্য কাজ করে। আর সেই কাজে পাওয়া টাকার বখরা নিয়ে অন্য গোষ্ঠীর লোকেরা ঝামেলা হয়। তাদের থেকে টাকা না পেয়ে আক্রোশবশত এই ঘটনা ঘটেছে।

যদিও এই ঘটনাতে তৃণমূলের কেউ জড়িত নয়, বলেই দাবি করেন হাওড়া সদর তৃণমূলের সভাপতি ও ডোমজুড় বিধানসভার বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। তিনি বলেন, এই ঘটনায় আমাদের দলের কোনো কর্মী জড়িত নেই। এটা পারিবারিক বিষয়। যারা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে তারা দলের কোনো পদে নেই। যদিও এই ঘটনাকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলেই দাবি করেন বিজেপির নেতা ও আইনজীবী ওম প্রকাশ সিং। তিনি বলেন, ‘এটা নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি, তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এটাই বাংলার সংস্কৃতি হয়ে গেছে। বোমা, গুলি, লুট, কাটমানি হিংসা এগুলোই তৃণমূলের সংস্কৃতি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি স্বীকার না করলেও এলাকার মানুষ ভালোই জানে এটা তাদেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এখানে বিভিন্ন নেতা, মন্ত্রীর নিজস্ব লোক রয়েছে, সবাইকে কাটমানির অংশ দিতে হবেই। না পেলেই এই ধরনের ঘটনা ঘটবেই। আর এটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না হলে আইনের শাসন কোথায়, পুলিশ তথা রাজ্যের সরকার তো বিজেপির নয়, তৃণমূলের।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২১ জানুয়ারি ২০২৪ ৬ মাঘ ১৪৩০ রবিবার

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য থাকবে পরিবহণের বাড়তি পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করবে রাজ্য সরকার। পর্যাপ্ত বাস পথে নামানোর পাশে পরীক্ষার দিনগুলিতে যাতে বাড়তি রেল ও মেট্রো পরিষেবা মেলে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে।

চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি। ওই মাসেরই ১৬ তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবারে এই দুটি পরীক্ষার শুরুর সময়ই এগিয়ে আনা হয়েছে। দুটি পরীক্ষায় শুরু হবে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের জায়গায় সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে। আর সেই কারণেই অনেক পরীক্ষার্থীর মনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছনো নিয়ে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। তাদের আশ্বস্ত করে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পরীক্ষার দিন ভোর ৫টা থেকে বাস চালানো হবে। এর পাশাপাশি রাজ্যের তরফে রেলকে চিঠি দিয়ে জানানো হচ্ছে, এই পরীক্ষার দিনগুলিতে যেন পূর্ব, দক্ষিণ পূর্ব রেল এবং উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেল যেন বাড়তি ট্রেন চালায়। মাদ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক-মাদ্রাসা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে শনিবার পরিবহণ দপ্তরের ময়দান তাঁবুতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ও মাদ্রাসা বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যাতে সঠিক সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে, তার জন্য পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তরের অফিসারদের নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু অতিরিক্ত সরকারি বাস এবং ফেরিই নয়, অন্যান্য বেসরকারি পরিবহণকেও সকাল থেকে রাস্তায় থাকার জন্যও বলা হয়েছে। পাশাপাশি কুয়াশা কেমন থাকবে, তা যেহেতু এখন থেকে স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, তাই সেদিকটিও মাথায় রাখতে বলা হয়েছে। জল পরিবহণের জন্য ফেরিগুলি যাতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে না পড়ে, সেটাও আগেভাগে দেখে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

ডাক্তারিতেও অ্যাডমিশন নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার ডাক্তারির ক্ষেত্রেও অ্যাডমিশনে জালিয়াতির অভিযোগ উঠল। ফলে নিয়োগ দুর্নীতি আর রেশন দুর্নীতির পর নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে চিকিৎসক ভর্তি নিয়ে। অভিযোগ, কাস্ট সার্টিফিকেট জালিয়াতি করে অনেকে অ্যাডমিশন নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই মামলার জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। অভিযোগ, ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র বা কাস্ট সার্টিফিকেট দেখিয়ে ডাক্তারিতে ভর্তি নেওয়া হয়েছে। মামলাটি ওঠে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। আর সেখানেই মামলাটির প্রেক্ষিতে সিবিআই তদন্তের কথা উল্লেখ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এবার মেডিক্যালে ভর্তির বিষয়ে বড় নির্দেশ দিতে পারে আদালত তা নিয়েই।

ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট দেখিয়ে ভর্তি করা হয়েছে ডাক্তারিতে, এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা ইতশা সোরেন। অভিযোগ, তিনি ২০২৩ সালে নিট পাশ করেছিলেন। কিন্তু, সরকারি কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। তাঁর আরও অভিযোগ, জাল কাস্ট সার্টিফিকেট দেখিয়ে ২৭ জন আসন দখল করেছিল। আর এর কারণেই তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর

আরও অভিযোগ, কিছু কিছু প্রার্থীর পদবি ভৌমিক, সিংহ। তাঁরাও সংরক্ষিত আসনে ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

এরপরই এই পদবির মানুষরা আদৌ কাস্ট সার্টিফিকেট পেতে পারেন কিনা, তা জানতে চান বিচারপতি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, আমি সব পক্ষের বক্তব্য জানতে চাই। প্রয়োজনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেব।' এই বিষয়ে কেন তদন্ত হয়নি তাও জানতে চাওয়া হয়েছে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্নের ভিত্তিতে সরকার হলফনামাও জমা দেয়। এদিকে ইতশাকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে যাতে ভর্তি করা হয় সেই নির্দেশও দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে একাধিক উল্লেখযোগ্য নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় আলিপুর আদালতে হাজিরা নুসরতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় শেষ পর্যন্ত আলিপুর আদালতে হাজিরা দিলেন অভিনেত্রী এবং তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান। আলিপুর জাজেস কোর্টের নির্দেশে এই হাজিরা অভিনেত্রীর। আদালত সূত্রে খবর, ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় এ দিন চার হাজার টাকার সিকিউরিটি বন্ডে জামিন নেন বসিরহাটের সাংসদ। ফলে আপাতত স্বস্তি পেলেন তিনি। প্রসঙ্গত, নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রেখেছিল আলিপুর জাজেস কোর্ট। সেই মোতাবেকই এই হাজিরা বলেই আদালত সূত্রে খবর। যদিও এদিন তাঁর হাজিরার দিন ছিল না বলেই জানা যাচ্ছে। আগামী ২৪ জানুয়ারি অভিনেত্রীকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু, এদিনই তিনি চলে এসেছিলেন আদালতে।

এদিকে এই মামলায় সেভেন সেন্সস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড নামে যে সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে সেই সংস্থারই এক সময়ের ডিরেক্টর ছিলেন নুসরত। অভিযোগ, ২০১৪ সালে নিউটাউনে ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে ৪২৯ জন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মীর কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে অগ্রিম নিয়েছিল একটি সংস্থা। সেই সময় ওই সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন নুসরত। সব মিলিয়ে প্রায় ২৩ কোটি টাকা তোলে ওই সংস্থা। কিন্তু ৯ বছর কেটে গেলেও কেউই ফ্ল্যাট পাননি বলে অভিযোগ। অভিযোগকারীদের দাবি, সেই টাকাতে লাভবান হয়েছিলেন খোদ নুসরত। তিনি নিজেও কিনেছিলেন ফ্ল্যাট। পাম অ্যাভিনিউতে কেনা হয়েছিল কোটি টাকার ফ্ল্যাট। যদিও নুসরত আগেই দাবি করেছিলেন যে অভিযোগ উঠছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওই সংস্থা থেকেই ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার ২৮৫ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। যদিও অন্যতম ডিরেক্টর রাকেশ সিং দাবি করেছিলেন, কোনও ঋণই দেওয়া হয়নি নুসরতকে। ফলে যাঁরা টাকা দিয়েছিলেন, তাঁরা নুসরতের বিরুদ্ধে গড়িয়াহাট থানায় প্রতারণার অভিযোগ করেন। এর পরেই নুসরতের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা শুরু হয়। আর এই মামলাতেই আদালতে সশরীরে হাজিরা দিতে না চেয়ে আলিপুর জজ কোর্টে আবেদন করেছিলেন নুসরত। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে তাঁকে নিম্ন আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ বহাল রাখেন বিচারক। এরপরই এদিন আলিপুর আদালতে যান নুসরত। যদিও আদালতের নির্দেশ ছিল, আগামী ২৪ জানুয়ারি হাজিরা দিতে হবে নুসরতকে। তার আগে এ দিনই আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে আলিপুর আদালতে পৌঁছে যান অভিনেত্রী।

অনৈতিক কার্যকলাপ রুখতে যৌথ অভিযানে কলকাতা পুলিশ আর ওয়ো

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা সহ উপকণ্ঠে মাথা চাড়া দিয়েছে ওয়ো-র হোটেল। আর এই সব ওয়ো হোটেলের ক্ষেত্রে সামনে আসছে নানা ধরনের অভিযোগ। সেখানে নানা ধরনের অনৈতিক কাজ যেমন চলছে ঠিক তারই পাশাপাশি চলছে মানব পাচারের ঘটনাও। আর এতেই নড়েচড়ে বসেছে ওয়ো হোটেল কর্তৃপক্ষ। কারণ, একে তো তাদের ব্যবসা এবং সুনাম মার খাচ্ছে তার সঙ্গে এই ধরনের অনৈতিক কাজকর্মও কখনও-ই আকাঙ্ক্ষিত নয় বলেও জানাচ্ছেন হোটল মালিকেরা। কলকাতার হোটেলগুলোও এই সব অনৈতিক কাজ রুখতে এবার ওয়োর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামছে কলকাতা পুলিশ। এই সব অনৈতিক কাজ বন্ধে চলবে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে অভিযান। এছাড়াও ওয়ো-র তরফ থেকে এও জানানো হচ্ছে যে, অনেকেই ওয়ো ব্র্যান্ড ব্যবহার করে অনৈতিক কাজ করছেন। আর এই অভিযোগ সামনে আসতে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই অনৈতিক কাজ বন্ধ করা যেমন প্রধান লক্ষ্য তেমনই এই সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ওয়োর বিরুদ্ধে একের পর এক অনৈতিক কাজকর্মের যে সব অভিযোগ সামনে এসেছে তাতে তারা চিন্তিত বলে জানানো হয়েছে ওয়ো হোটেলের তরফ থেকে। সঙ্গে তাদের তরফ থেকে এও জানানো হচ্ছে, অনেক হোটেল ওয়োর সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা হলেও সেখানে কিছু সমস্যা রয়েছে। আগে খতিয়ে দেখা দরকার যে সব হোটেল ওয়োর বলে দাবি করা হচ্ছে তা আদৌ ওয়োর সঙ্গে যুক্ত কি না। তবে এত কিছুর পরও ওয়োর তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে, তারা তাদের অতিথিদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই প্রতিশ্রুতি তারা সুনিশ্চিত ভাবে রক্ষা করতেও চায়। আর কলকাতা কেন্দ্রিক এই হোটেলগুলিতে এই ধরনের অনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ করতে সবার আগে দরকার, সচেতনতা বৃদ্ধি। শুধু তাই নয়, স্টেকহোল্ডারদের এই প্রসঙ্গে আরও বেশি সচেতন করে তুলতে হবে বলেও মনে করছে তারা। এরই পাশাপাশি দরকার পুলিশের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটানোর।

এদিকে এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনার প্রিয়ব্রত রায় জানান, 'ওয়ো ভারতে পর্যটন ও আতিথেয়তা পরিষেবার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ঠিকই তবে একইসঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিষয়ও আরও অনেক বেশি কঠোর হওয়া জরুরি।' আর সেই কারণে তাঁর পরামর্শ, শুধুমাত্র বৈধ ফটো আইডি কার্ড থাকলেই অতিথিদের জন্য রুম দেওয়া হয়। প্রথম এই পদক্ষেপটি সঠিক ভাবে নেওয়া হলে অনেকটাই কমানো যাবে অনৈতিক কাজকর্ম বলে মনে করছেন কলকাতা পুলিশের এই আধিকারিক।

সঠিক তথ্য তুলে ধরা উচিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বার্তা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সবসময় সঠিক তথ্য তুলে ধরা উচিত। শনিবার সন্ধেয় ব্যারাকপুর জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ব্যারাকপুর সুকান্ত সদনে হাজির হয়ে সাংবাদিকদের এমনই পরামর্শ দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। তার দাবি, সমাজে খারাপ প্রভাব পড়তে পারে, এমন সংবাদ পরিবেশন না করাই উচিত। সমাজের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মঞ্চে হাজির করে তাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করায়, জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তারিফ করলেন ব্যারাকপুরের জনপ্রিয় সাংসদ। এদিন শিল্পাঞ্চলের বর্ষীয়ান সাংবাদিকদেরও সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের মেধাবী পড়ুয়াদের হাতেও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। সাংসদ ছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক, রাজ্যের সেচ মন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, দমদম-ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তথা বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়, খড়দা পুরসভার চেয়ারপার্সন নীলু সরকার, বরানগর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দিলীপ নারায়ণ বসু, ব্যারাকপুর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুপ্রভাত ঘোষ, ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, মহকুমা তথ্য অধিকারিক সুস্মিতা হাতি, তৃণমূল নেত্রী আলো রানি সরকার, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং-সহ বিশিষ্টজনেরা।

কলকাতা ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতারণা করে মিজোরাম থেকে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতারণা। মিজোরামে বসে কলকাতার ব্যবসায়ীর থেকে কোটি-কোটি টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এ ব্যাপারে ফুলবাগান থানায় একটি অভিযোগও দায়ের হয়। এরপরই এই ঘটনায় তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ। এরপরই মিজোরাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মিজোরামেরই এক ব্যবসায়ীকে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম লালন পুঁইয়া।

ফুলবাগান পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ফুলবাগান এলাকার এক ব্যবসায়ী কিছুদিন আগে একটি প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতার এই ব্যবসায়ীর অভিযোগ, বিপুল টাকার পণ্য সামগ্রী অর্ডার করেন লালন পুঁইয়া। প্রথমে কিছু টাকা দেন। পরবর্তীতে আর টাকা দিচ্ছিলেন না। টাকার জন্য চাপ দিতেই কলকাতার ব্যবসায়ীকে ভুয়ো ব্যাংক নথি পাঠান মিজোরামের ওই ব্যবসায়ী। এরপর কলকাতার ব্যবসায়ীর তরফে করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। দিন কয়েক আগে ফুলবাগান থানার পুলিশের একটা টিম প্রথমে আইজল যায়। এরপর স্থানীয় থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে মিজোরামে পৌঁছে ওই ব্যবসায়ীর অফিসে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়।। এরপর ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় ধৃতকে। প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত আরও এক ব্যবসায়ীর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

তৃণমূল সংহতিতে বিশ্বাস করে: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'তৃণমূল কখনও কারুর গায়ে হাত দেয় না। আমরা সকলকে নিয়ে চলতে আগ্রহী।' এভাবেই আগামী ২২ জানুয়ারি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সংহতি যাত্রার সপক্ষে দাঁড়ালেন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভায় মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আগামী ২২ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেই দিন রাজ্যে সংহতি যাত্রার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বামেদের মতে মুখ্যমন্ত্রীর এই যাত্রায় রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হতে পারে। এর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই।

সোমবারের জন্য স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় নতুন রামলালার মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। তা নিয়ে ইতিমধ্যে সাড়া পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারই পাল্টা হিসাবে সংহতি মিছিলের ডাক দিয়েছেন। এই দ্বৈরথের মধ্যে হিংসা ও অশান্তির আশঙ্কা যখন তৈরি হয়েছে, তখন স্পর্শকাতর এলাকাগুলি চিহ্নিত করে ফেলেছে রাজ্য পুলিশ। সূত্রের খবর, গোয়েন্দা তথ্য ও সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার অভিজ্ঞতার ভিত্তি থেকে এই সব এলাকাকে স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাট, হাওড়া শহর ও গ্রামীণ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার, হুগলির চন্দননগর ও হুগলি গ্রামীণ, নদিয়ার কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, মালদা এবং শিলিগুড়ি। শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২২ তারিখের প্রস্তুতি নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্যের পুলিশ কর্তাদের বৈঠকে ডেকেছিলেন ডিজি রাজীব কুমার।

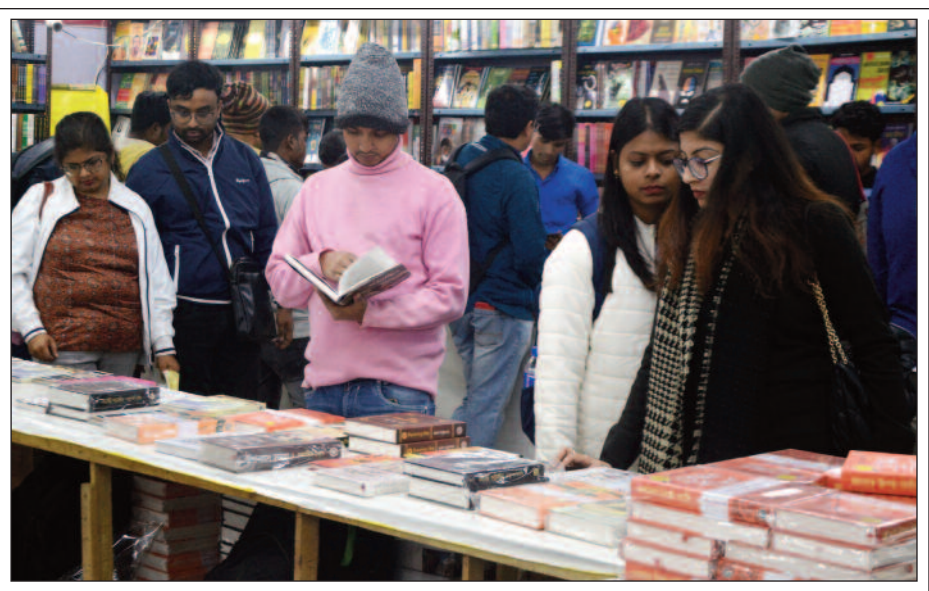

শীত উপেক্ষা করেই জমজমাট আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। শনিবার ছবিটি তুলেছেন অদিসি সাহা।

ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অপরাধ দমনে ২০১২ সালের ২০ জানুয়ারি রাজ্য সরকারের তরফে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট গঠন করা হয়। সেই বিশেষ দিনটিকে স্মরণে রেখে শনিবার ব্যারাকপুর লাটবাগান এসএসএফ ময়দানে ১২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হল। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন নগরপাল আলোক রাজোরিয়া, উপ-নগরপাল (সদর) শ্যামল সামন্ত, উপ-নগরপাল (মধ্য) আশিস মৌর্য, উপ-নগরপাল (উত্তর) শ্রীহরি পান্ডে-সহ অন্যান্য পুলিশ অধিকারিকরা। ভালো কাজের জন্য এদিন পুলিশ কর্মীদের পুরস্কৃতও করা হয়।

সব শর্ত মেনেই আজ আইএসএফ-এর সভা হচ্ছে নেতাজি ইন্ডোরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার বাছাই করা এক হাজার জনকে নিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুপুর আড়াইটে থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সভা হবে আইএসএফ-এর। শনিবার এমনটাই জানালেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। সঙ্গে এও জানান, '১ হাজার জনকে নিয়ে সভার নির্দেশ হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চই দিয়েছিল। যা ডিভিশন বেঞ্চ বহাল রাখে।'

একইসঙ্গে নওশাদ শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, 'ভিক্টোরিয়া হাউজ এলাকা কারও পৈতৃক সম্পত্তি না। এই দম্ভ আমরা ভাঙবই। রবিবার আমাদের সভাকে বুথে বুথে দেখানোর জন্য টিভি, মনিটর, প্রোজেক্টরের ব্যবস্থা হবে। বুথে বুথে পতাকা উত্তোলন করা হবে।'

তবে রবিবারের সভা নিয়ে মারাত্মক অভিযোগ করেন নওশাদ। ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির দাবি, সভায় আগত কর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে পুলিশ। নওশাদের কথায়, 'আমাদের কাছে খবর আছে। যাতে আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করার অভিযোগ করতে পারে। সেটা ওরা করবেই। দয়া করে কেউ কলকাতায় আসবেন না। যাঁরা বাস, গাড়ি ভাড়া করেছেন, বাতিল করুন। ট্রেনের টিকিট বাতিল করুন। আমাদের রাগ হচ্ছে, আপনাদের রাগ হচ্ছে। সেই রাগকে ব্যালট বাক্সে নিয়ে যান। তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে দশটা করে ভোট নিয়ে আসুন।'

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ শর্তসাপেক্ষে ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভা করার অনুমতি দিলে রাজ্য সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। আদালত জানায়, এখানে এদিন সভা করা যাবে না। তবে কোনও ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাইলে করতে পারে বলে আদালত পরামর্শও দেয়। তবে ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে আইএসএফের সভার যে অনুমতি দেয়নি আদালত তাকে সম্মান জানিয়েই নওশাদ সিদ্দিকির হুঁশিয়ারি, ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে আগামিদিন সভা হবেই। একইসঙ্গে

তিনি বলেন, তৃণমূল যত এরকম করবে, ততই আইএসএফের ব্যাপ্তি বাড়বে। নওশাদের কথায়, 'আমাদের সভা বাতিল করতে এজি দাঁড়িয়েছেন, এটাই তো আমাদের জয়। আদালতের নির্দেশ আমরা মানবই। আইনের প্রতি আমাদের ভরসা আছে।' ২১ জানুয়ারি নওশাদের দল ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস। রবিবার তাঁরা ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাতে অনুমতি দেয়নি। এ নিয়ে আদালতে মামলা হয়।

সম্পাদকীয়

গতিতে আসক্ত নবীন প্রজন্মের উপরে রাশ টানতে চাই পদক্ষেপ

পথ-দুর্ঘটনার মূল কারণ হিসাবে বেহাল সড়ক, যানবাহনের অনিয়ম, পথনির্দেশের অব্যবস্থাকেই দায়ী করা হয়েছে। এই মতামতকে সমর্থন জানানোর পরও বলতে হয় গতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা নবীন প্রজন্মকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থান্বেষী করে তুলছে। এই সব বেপরোয়া জীবন-যাপনকে বহু দিন থেকে ত্বরান্বিত করে আসছে 'গো-কার্ট' কিংবা 'ফর্মুলা-ওয়ান'-এর মতো খেলাগুলো। বিভিন্ন স্পোর্টস চ্যানেলে বিরামহীন ভাবে এই সব খেলা দেখে কিশোর বয়স থেকে মাইকেল শুমাখার-এর মতো গাড়ি চালানোর স্বপ্ন দেখা প্রজন্ম অপরিণত বয়সে গাড়ি হাতে পেয়ে আবেগে ভুলে যায় যে, 'ওপেন হুইল রেসিং' আর বাস্তবের রাস্তাঘাট এক নয়। 'সব পেয়েছি'-র জীবনযাপনে বড় হওয়া ছেলেমেয়েরা ব্যক্তিজীবনেও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। গত কয়েক বছর ধরে অনলাইন রেসিং গেমগুলোয় মেতে উঠেছে আবালবৃদ্ধবনিতা। বড়রা আসক্ত হলেও, সাধারণত ভার্চুয়াল জগতের সঙ্গে বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলে না সহজে। সমস্যা হয় নতুন প্রজন্মকে নিয়ে। লাগামহীন রেসিং গেমে মাতোয়ারা ছেলেমেয়েরা মানসিক ভাবে প্রভাবিত হয় খুব। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা লোপ পাওয়ায় অ্যাক্সিলারেটর-এ পা দিয়েই বেপরোয়া গাড়ি চালানোর আনন্দে মেতে ওঠে তারা। পাশাপাশি আবার রয়েছে প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন ছাড়াই লাইসেন্স পাওয়ার সহজ উপায়। সঙ্গে, লাইসেন্স না থাকলেও জরিমানার বদলে পুলিশের পকেটে অল্প কিছু গুঁজে দেওয়ার প্রবণতা তো রয়েছেই। যে ছেলেটি কোটি টাকার গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বার হয়, পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা তার কাছে এমন কী? ফল, নিয়মিত পথ-দুর্ঘটনা। এ সব রুখতে প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে। জরিমানা বাড়িয়ে বেপরোয়া আরোহীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে অন্যরাও সচেতন হবে। সেই সঙ্গে অনলাইন গেমিং সংস্থাগুলো থেকে একচেটিয়া শুল্ক নেওয়ার বিনিময়ে প্রচ্ছন্ন মদত জোগানো বন্ধ করে বিশ্বের অন্য বেশ কিছু দেশের মতো গেমের সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। একই সঙ্গে শুরু করতে হবে প্রশাসনিক নজরদারিও। গতিতে আসক্ত নবীন প্রজন্মের উপরে রাশ টানতে কঠোর পদক্ষেপ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আনন্দকথা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর

উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে অর্ধমণ্ডলাকার একটি বারান্দা। সেই বারান্দায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। এই বারান্দার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পূতসলিলা সর্বতীর্থময়ী কলকলনাদিনী গঙ্গা।

নহবত, বকুলতলা ও পঞ্চবটী

পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটি চতুষ্কোণ বারান্দা, তাহার উত্তরে উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে আবার পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই নহবতখানা।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

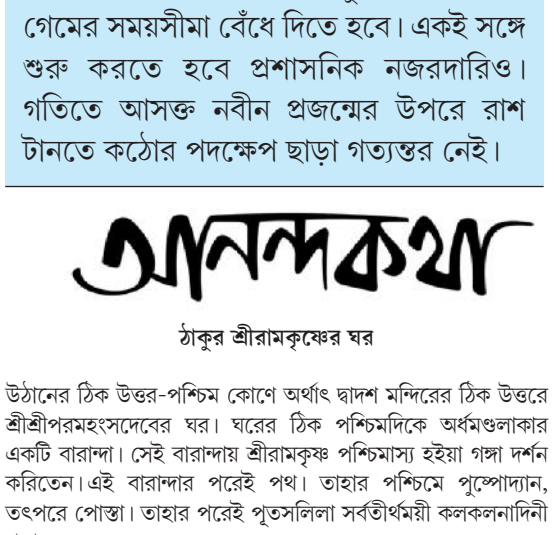

সুশান্ত সিং রাজপুত

১৮৬৩ *বিশিষ্ট দার্শনিক স্বামী ব্রহ্মানন্দর জন্মদিন।*
১৯২৪ *ভারতের রাজনীতিবিদ মধু দন্ডবতের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের জন্মদিন।*

স্মরণে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

রথীন কুমার চন্দ

অভিনেতার ভূমিকায় বাংলার সেলুলয়েড জগতে একমেবাদ্বিতীয়ম, শেষ ও কিংবদন্তী পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। উওমকুমারের পর সৌমিত্র ফেলুদা, অপু, ময়ুরবাহন, খিতদা চরিত্রে দর্শকদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। দর্শক কূলকে তার অভিনয় নিয়ে ভাবনা যুগিয়েছেন, ভাষা দিয়েছেন আলোচনার জন্য, রিভিউ লেখার জন্য বিষয় দিয়েছেন, বিচারকদের বাংলা সিনেমার প্রতি আকর্ষিত করেছেন। উওমকুমারে বাংলা সিনেমার জগৎ ইতি ঘটেনি, বাংলা সিনেমার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরেছে তারই হাত ধরে। ফাইট কোনি ফাইট, মধ্যবিত্তের আদর্শ চরিত্রে ধুতি ও আধময়লা পঞ্জাবি। পেটানো শরীর, চোখে চশমা ও সেন্টিমেন্টাল ক্ষেতদা, যেন আমাদের মধ্যে জেগে ওঠা প্রতিবাদী চরিত্রের প্রতিরুপ, সেলুলয়েডে ঝড় তোলা অভিনেতা সৌমিত্র।

আবৃত্তিকার, গদ্যকার, নাট্যকার, নাট্যকর্মী,বাচিক শিল্পী অন্যধারে প্রথিতযশা অভিনেতা বাংলা,ভারত ও ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে সুদুর ফ্রান্সে খ্যাতির সৌমিত্র যশ প্রসারিত হয়েছিল।

ক্রীড়া মোদী দর্শক হিসেবে ক্রিকেটের ভক্ত ছিলেন। একসময়ে হকি খেলেছেন।

অভিনেতার ভূমিকায় বাংলার সেলুলয়েড জগতে একমেবাদ্বিতীয়ম, শেষ ও কিংবদন্তী পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। উওমকুমারের পর সৌমিত্র ফেলুদা, অপু, ময়ুরবাহন, খিতদা চরিত্রে দর্শকদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। দর্শক কূলকে তার অভিনয় নিয়ে ভাবনা যুগিয়েছেন, ভাষা দিয়েছেন আলোচনার জন্য, রিভিউ লেখার জন্য বিষয় দিয়েছেন, বিচারকদের বাংলা সিনেমার প্রতি আকর্ষিত করেছেন।

উওমকুমারে বাংলা সিনেমার জগৎ ইতি ঘটেনি, বাংলা সিনেমার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরেছে তারই হাত ধরে।

ফাইট কোনি ফাইট, মধ্যবিত্তের আদর্শ চরিত্রে ধুতি ও আধময়লা পঞ্জাবি। পেটানো শরীর, চোখে চশমা ও সেন্টিমেন্টাল ক্ষেতদা, যেন আমাদের মধ্যে জেগে ওঠা প্রতিবাদী চরিত্রের প্রতিরুপ, সেলুলয়েডে ঝড় তোলা অভিনেতা সৌমিত্র।

গণশত্রু'র যাত্রা সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার চরিত্রায়ন ঘটেছে। গণশত্রু'র চিত্রনাট্য সৌমিত্রের অভিনয় বাঙালির হার্ট থ্রব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সন্দীপ পন্ডিতের চরিত্রে অভিনয়ে হীরক রাজার দেশে দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান। তুঘলকি শাসন ব্যবস্থার অবসানে তুফান চরিত্রে সৌমিত্রকে বাঙালি দেখেছে প্রতিবাদের ধ্বজাধারী হিসেবে।

অযান্ত্রিকে ড্রাইভার চরিত্রে অদম্য, বেপরোয়া সৌমিত্রের পরিচয় ঘটেছে বাঙালির।

অপুর সংসারে বাঙালির চিরপরিচিত অভাবী সংসারে শর্মিলা ঠাকুরের সাথে রসায়নের চমক যুগিয়েছিল সত্যজিৎ রায়। সৌমিত্র এই চরিত্রে বাজিমাত করেছিলেন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতির গন্ডি ভারতবর্ষ পেরিয়ে সুদুর ফ্রান্স জয় করেছিলেন সর্বোচ্চ সিভিলিয়ান পুরস্কার লিজিয়র পেয়ে।

বাংলা চলচ্চিত্রে উওমকুমারের পর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালির প্রাণের, কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। বাংলাকে ভালবেসে তিনি মুম্বাইকার হতে চাননি শ্যাম বেনেগালের 'আনন্দ' সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

ছকবাঁধা নিয়মে অভিনয়ের জগতে তিনি চলতে চাননি, ছলভাঙা পথের পথিক ছিলেন।

একই অঙ্গে বহু গুণের সমাহার দেখা গেছে আবৃত্তিকার, গদ্যকার, নাট্যকার, গায়ক রুপে বাঙালিয়ানার ছাপ রেখেছেন। বাঙালির মননে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চির উজ্জ্বল, ভাস্বর থাকবেন।

১৯৩৫ সালের ১৯শে জানুয়ারি নদিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পেশায় আইনজীবী হলেও ভালবাসতেন আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি। শিশির কুমার ভাদুরীর নজরে পড়ে যান। ১৯৫৬ নয় আরো তিন বছর অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেতে।

নদিয়ায় জীবনের দশটা বছর অতিক্রান্ত করে, কলকাতায় আসেন, ম্যাট্রিকুলেশন, বাংলায় স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হন।

সাফল্য ২০০৫এ পদ্মভূষণ,২০১২ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, ২০১৮ সালে লাইক টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

৪০ দিনের টানাপোড়েন ইতি ঘটল, জীবনের চলার পথ শেষ হলো ফেলুদার মগজাস্এ হারিয়ে গেল। হকি খেলেছেন একসময়। ফেলুদা অপরাজিত থাকতে পারলেন না, গণতন্ত্রের নায়ক হিসেবে বাঙালির 'অপুর সংসারে' বিরাজমান থাকবেন। বাঙালির সোনার কেল্লায় কৃষ্টি শীলতায় সরস্বতীর বরপুত্র'র আসনে আসীন থাকবেন

৮৫টা বসন্তে ঝড়ে পড়ল সৌমিত্রের সৌমক কান্তি নামক অভিনয় জীবন। বাঙালি হারালো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে, ফিরে না পাওয়া অভিনয় ক্যারিশমা।

কাজ পাগল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় করোনা আবহে দমে থাকেনি, কঠিন সময় তিনি অভিনয় থেকে দূরে থাকেননি।

তপন সিংহ, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র সিনেমায় অভিনয় করেছেন। বিশ্বাস করতেন কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার কথা, গাছের মত ছায়া ও ফুল ও ফল অভিনয়ের মাধ্যমে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। বায়োপিকের কাজ শেষ করে যেতে পেরেছেন মৃত্যুর আগে। অভিনয়ে অমিতাভের অ্যাংগ্রি ম্যান বা উওমকুমারের মহানায়কের সমতুল্য নন, সমসাময়িক অভিনেতা নয়, উওমকুমারের আগে অভিনয় করলে মহানায়কের তকমায় ভূষিত হতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

বাংলা সিনেমার মহীরুহ, সূর্য অস্তমিত হয়েছিল ১৬ নভেম্বর।

আদিবাসীর ধর্ম এবং ভেরিয়ার এলউইন

পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায়

২০২৩ সালের ঠিক শেষ পর্যায়ে ৩০ ডিসেম্বর আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা ভারত বনধ পালিত হয়েছিলো। ফলে পশ্চিম মেদিনীপুরে লালগড়, ঝাড়গ্রাম, চন্দ্রকোনা রোড এলাকার রুটে প্রায় ২০০টি বাস চলেনি। তবে সাধারণ ভাবে এই বনধের প্রভাব কোথাও তেমন পড়েনি। সেঙ্গেলদের দাবি তাদের ধর্ম 'সারনা'কে স্বীকৃতিদান। প্রায় চার বছর আগে ২০১৯ সালের মার্চ মাস নাগাদ দেশের ১৯টি রাজ্যের আদিবাসী প্রতিনিধিরা দিল্লির যন্তর মন্তর এলাকায় নীরব প্রতিবাদ বিক্ষোভ জানান। মূল দাবি হচ্ছে দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ১২ কোটি মানুষের ধর্ম 'সারনা' প্রভৃতিকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই দাবী স্বাধীনতার পর থেকেই চলে আসছে। কিন্তু, গত ১০ বছরের বিজেপি শাসনে 'হিন্দু' ধর্ম নিয়ে মাতামাতি চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার আদিবাসীরা তাদের বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছেন। তাদের বক্তব্য, ১৯৫১ সালে সেনসাস প্রক্রিয়াতে ধর্মের নবম বিকল্প ছিল 'উপজাতি'। পরে তা তুলে দেওয়া হয়। ২০১১ সেনসাসের আগে ধর্মের জন্য সপ্তম বিকল্প ছিল তঅন্যান্যদ। বেশির ভাগ আদিবাসী সেই বিকল্প গ্রহণ করতেন। পরে তাও তুলে নেওয়া হয়। 'দি ওয়ার' (The Wire) (০২/০৪/২০১৯) সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৮৭১ থেকে ১৯৩১ সালের সেনসাসে 'আদিবাসী' (অ্যাবরিজিনাল) বিকল্প দেওয়া থাকত ধর্ম হিসেবে। সেই সংবাদপত্রে এক গবেষণা-কর্মী এবং তআদিবাসী রিসার্জেন্স পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, আকাশ পোয়াম-এর প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হয়েছে, '১৯৪১ সেনসাসের সময়ে ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক ভেরিয়ার এলউইন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে বস্তারের মারিয়া উপজাতিদের ধর্মাচারকে 'শৈব'-দের কাছাকাছি বলা যেতে পারে এবং তাই তাদের হিন্দু হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।'

মৃত্যুর প্রায় ষাট বছর পরে প্রবাদপ্রতিম ভেরিয়ার এলউইনকে নিয়ে ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রচার করা হচ্ছে নিজেদের স্বার্থ। যেমন কিছুদিন আগে আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রচার করেছিলেন যে তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নেহরুর সহযোগিতায় খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরকরণে লিপ্ত ছিলেন। আবার উপরোক্ত অনুচ্ছেদের তথ্যও আদিবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে এলউইনের মতামত সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে না।

'দি অ্যাবরিজিনালস' গ্রন্থের ২৫-২৬ পাতায় ভেরিয়ার লিখছেন, তসেনসাসের উদ্দেশ্যে সমস্ত আদিবাসীদের ধর্ম হিসেবে হিন্দু-ধর্ম চিহ্নিত করা উচিত। কিন্তু তাদের বিভিন্ন উপজাতির জনসংখ্যাও পৃথক ভাবে দেখাতে হবে। সরকারী কর্মি, মিশনারীদের দ্বারা এবং 'বৈজ্ঞানিক' প্রচেষ্টা দ্বারা আদিবাসী ধর্মকে হিন্দুর থেকে পৃথক করার চেষ্টায় অনেক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। খপ্রথম দিকে আদিবাসীদের 'অ্যানিমিস্ট' বা 'সর্বপ্রাণবাদী' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হতো। তার পরে তাদের ধর্ম হিসেবে বিকল্প ব্যবহার করা হতো,

'উপজাতি ধর্মের অনুগামী'। ধর্ম বিচার করার জন্য প্রশ্ন করা হতো হিন্দু বা আদিবাসী দেবতাকে পূজা করে কিনা।

'এই পার্থক্য অর্থহীন। একদিকে বৈষয়িক লাভ যদি পাওয়া যায় তাহলে আদিবাসীরা আরো কিছু দেবতাকে পূজা করতে রাজী ছিল। অন্যদিকে, হিন্দুদেরও তাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে আরো কিছু উপজাতি দেবতাকে ধরে নিতে কোনো আপত্তি ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, গোন্ডদের মধ্যে 'ভেরা পেন' দেবতাকে সহজেই 'বড়া দেও' বা 'মহাদেও'তে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা বোঝা খুবই শক্ত যে কি কারণে ভারতের সেনসাসে ধর্মের পরিসংখ্যান নেওয়া হচ্ছে যখন সবাই জানেন যে এর কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই আর তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা অপব্যবহার করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'আদিবাসীদের কাছে হিন্দুধর্ম হলো কিছু সংস্কার মেনে নেওয়া, যে সব সংস্কার হিন্দুধর্মই এখন বাতিল করার চেষ্টা করছে।'

আজকের ক্রম-অগ্রসরমান বিজ্ঞানের যুগে ভেরিয়ারের অভিমত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গণতন্ত্রে ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষতা স্বীকৃত। আর গণতন্ত্রে সব ধর্মেরই সমানাধিকার আছে। তাহলে ভারতের ১০ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ আদিবাসী, যা মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ, তাদের ধর্মকে কেন গুরুত্ব দেওয়া হবে না? ভারতের সেনসাসে ২০১১ সাল থেকে ধর্ম হিসেবে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈন- এই ছয়টি ছাড়া আর কোন ধর্মের স্বীকৃতি নেই। এই ছয়টি ধর্মের কোড ১-৬। অর্থাৎ আদিবাসী মানুষকে এই ছয়ের মধ্যে কোন বিকল্প খুঁজে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। চাপটা যে হিন্দু ধর্মের থেকেই আসছে এটা বুঝে নিতে বিজেপি শাসিত ভারতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। মাত্র ৫৪ লক্ষ ভারতবাসীর ধর্ম 'জৈন' যদি স্বীকৃত হতে পারে তবে আদিবাসীরা কেন বঞ্চিত হবে। এটা ঘটনা যে আদিবাসীদের মধ্যে ৮৩টি ধর্ম (বিহারের এক আদিবাসী কর্মির মতে) ধর্ম আছে। যেমন, সারনা, কোয়া পুনেম, আদি, গোন্ডি ইত্যাদি। এত ধর্মকে পৃথক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

অযোধ্যায় নতুন রাম মন্দির উদ্বোধন অচিরেই হতে চলেছে। আর তা নিয়ে যে সাজ সাজ রব উঠেছে তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এ কি প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদিতা নয়? তাঁর এবং শাসক দলের ধর্মান্ধতার ফলেই আদিবাসীদের মনে ক্ষোভ বাড়ছে। হয় সেনসাস প্রক্রিয়া থেকে অবৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহৃত ধর্মের শ্রেণী বিভাগ তুলে দেওয়া হোক, নাহলে অন্তত আদিবাসীদের জন্য ধর্ম হিসেবে একটি সপ্তম বিকল্পের বন্দোবস্ত করা হোক।

ভেরিয়ার এলউইন লিখিত বস্তার, ওড়িশা, উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসীদের নিয়ে মহাভারত তুল্য পৃথক পৃথক গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারা যায় যে তিনি ভারতের আদিবাসীদের সংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে বেশি উৎসাহী ছিলেন, ধর্ম নিয়ে নয়। একথা বিগত ৯০ বছরে ভারতের শিক্ষাবিদ বা প্রশাসক কেউ বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি।

পুস্তক পরিচয়

নানা দিন নানা গল্প-রবীন্দ্র ছটায় উজ্জ্বল

সত্যব্রত কবিরাজ

গ্রন্থটির মধ্যে তেরোটি কাহিনি রয়েছে। সেগুলিকে গল্প না বলে গল্পকণিকা বলাই বুঝি সঠিক হবে। কারণ গল্পের নানান ব্যাকরণ থাকে। তবে গল্পকণিকাগুলি বেশ মজাদার। আর সহজেই সমাপ্ত হয়ে যায় আর কিছু আছে কিনা বোঝার আগেই। উনআশি পৃষ্ঠার গ্রন্থটির পরতে পরতে রয়েছে এক-দুই আড়াই পৃষ্ঠার গল্পকণিকাগুলি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিকে লেখক জয়নারায়ণ সরকার গল্পকণিকায় পরিণত করেছেন। যেকোনও ঘটনার লেখ্য রূপ দেওয়ার মুন্সিয়ানা থাকা জরুরি, জয়নারায়ণ সরকারের মধ্যে রয়েছে। গল্পকণিকাগুলি সুখপাঠ্যও বটে। গল্প সংকলন গ্রন্থটির নামকরণেও লেখক প্রকৃত বিষয়টি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। মেট্রো রেল নিয়ে লেখায় বয়স্ক মানুষের বিশেষত মহিলাদের মনে যে আশঙ্কা তার প্রকাশে লেখক মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। মাটির তলা দিয়ে বিশেষত কলকাতার মতো জনবহুল অর ঘিঞ্জি বসতিপূর্ণ শহরের মধ্যে দিয়ে রেল চালানো সম্ভব তা তাঁদের বিশ্বাসের মধ্যেই স্থান পায়নি। পাতাল রেলের চলার শুরুতে তাই বাড়ির বয়স্ক সদস্যরা সাহসে ভর করে পাতাল রেলে চড়ার অভিজ্ঞতা অর্জনে তৎপর হলেও মহিলারা সযত্নে তা এড়িয়ে গিয়েছেন নানান অজুহাত দেখিয়ে। প্রথম দিকে পাতাল রেলে চড়ার জন্য যত সিঁড়ি ভেঙে নামতে এবং উঠতে হত সেটা বয়স্ক মানুষের পক্ষে সত্যিই ছিল এক কঠিন বাধা টপকানোর শ্রমসাধ্য বিষয়। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই পরবর্তীতে চলমান সিঁড়িগুলির ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ মানুষের মনে বিশেষত বয়স্ক মানুষের মনে পাতাল রেলে চড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন।

আর রবি ঠাকুর আমাদের বাড়িতে আসেননি। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্লাস্টার প্যারিসের মূর্তি ঘরে ঘরে স্থান করে নিয়েছিল। বাড়িতে বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা ছিল এক জীবনচর্যার আবশ্যিক অঙ্গ। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতও ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাবগম্ভীর মূর্চ্ছণা পরিবেশটাকেই করে তুলত অনন্য। রবীন্দ্র কাব্য, সঙ্গীত, গীতিনাট্য নিয়েই বাঙালি মেতে থাকত। বাঙালির রবীন্দ্রনাথ যেন তার জীবনের প্রাত্যহিক কাজের প্রেরণা। পশ্চিমী ধ্যানধারণা যত বাড়ছে ততই রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জীবন থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই আত্মীয়তা আর নেই। তেমনভাবে রবি ঠাকুরের জন্মদিন পালনের আর তাগিদ অনুভব করে না নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অবহেলা করে যে জীবন চলে না একথা যখন নতুন প্রজন্ম বুঝতে পারবে তখন সময় অনেকটাই গড়িয়ে যাবে। আক্ষেপে মন ব্যথাতুর হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আরও হাজার বছর একইভাবে মানুষের মনকে আনন্দ দিয়ে যেতে থাকবে, একথা নিশ্চিত করেই বলা চলে। উচ্চমার্গের তথা ক্লাসিক সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতও অন্তর্ভুক্ত। তাই তাকে বাদ দিয়ে চলা মুস্কিল। লেখক সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে গল্পকণিকার অবতারণা করেছেন সে জন্য ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

নানা দিন নানা গল্প
লেখক : জয়নারায়ণ সরকার
প্রকাশনা : অন্যদিন
মূল্য : ১৫০ টাকা

পাশা বদল !

পঞ্চায়েতের পর সভাপতির দ্বারা বহিষ্কৃত নেতা এবার খোদ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মাস কয়েক আগে যে নেতাকে বহিষ্কার করেছিলেন দলের ব্লক সভাপতি, তিনিই এবার উলটে দিলেন পাশা! খোদ ব্লক সভাপতিকে পদ থেকে সরিয়ে বহিষ্কৃত সেই নেতা নিজেই বসলেন সেই চেয়ারে। রাজনীতির পাশা বদলের এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য তৃণমূলের বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ২ নম্বর সাংগঠনিক ব্লকে। বিজেপির কটাক্ষ, এই ঘটনাই প্রমাণ করে তৃণমূল ঠিক কতটা নীতিহীন দল। অস্বস্তি এড়াতে বিষয়টিকে রাজ্যের সিদ্ধান্ত বলে সাফাই দিয়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব।

গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগে দলের গোষ্ঠীকোন্দল এড়াতে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লককে দু'টি সাংগঠনিক ভাগে ভাগ করে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। গঙ্গাজলঘাটি ২ নম্বর সাংগঠনিক ব্লকের সভাপতি হন নিমাই মাজি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূলের গঙ্গাজলঘাটি ২ নম্বর সাংগঠনিক ব্লকের সভাপতি নিমাই মাজি রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তৎকালীন ব্লক সহ-সভাপতি জিতেন গরাইকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করেন। কয়েক মাসের ব্যবধানে দল থেকে বহিষ্কৃত সেই নেতাই এবার তৃণমূলের গঙ্গাজলঘাটি ২ নম্বর সাংগঠনিক ব্লকের সভাপতি পদ থেকে নিমাই মাজিকে সরিয়ে দিয়ে সেই পদে বসলেন নিজে।

নামে পদোন্নতি হলেও দলের তরফে নিমাই মাজিকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পদ হিসাবে পরিচিত জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে দাবি। কয়েক মাসের ব্যবধানে তৃণমূলের অন্দরের এই রাজনৈতিক পাশা বদলে রীতিমতো হতবাক এলাকার মানুষ। হতাশা চেপে তৃণমূলের সদ্য অপসারিত ব্লক সভাপতির দাবি, দল যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে। মাস কয়েক আগে দল থেকে নিজের বহিষ্কার প্রসঙ্গে মুখ খুলতে নারাজ সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্লক সভাপতি জিতেন গরাই। বিজেপির কটাক্ষ, নীতি নৈতিকতাবিহীন তৃণমূলে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। বিষয়টিকে রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বলে নিজেদের দায় এড়িয়েছে তৃণমূলের জেলা

অলংকার সংগীত মহাবিদ্যালয়-এর ৩৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অলংকার সংগীত সন্ধ্যায় রাগের আধারে গানের ভাবনায় অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। উপস্থিত অলংকার সংগীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তথা প্রাণপুরুষ সংগীত গুরু শান্তব্রত নন্দন ও তার ছাত্রছাত্রীরা। শুক্রবার থেকে চলা তিন দিনব্যাপী এই উৎসবে সংগীত পরিবেশন করবেন সঙ্গীত শিল্পী আইভী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিউ মুখোপাধ্যায়।

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজ খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরামবাগ মহকুমার গোঘাট দু'নম্বর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজ খতিয়ে দেখতে দুই সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এল শনিবার। গোঘাট দু নাম্বার ব্লকের কুমারগঞ্জ, বেঙ্গাই গ্রাম পঞ্চায়েত ও কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেন তারা। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসছে বলে এদিন সকাল থেকেই তটস্থ ছিলেন পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা। যে যাঁর দায়িত্বে থাকা ফাইলপত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন সকলেই। শনিবার সকাল থেকেই রীতিমতো থরহরি কম্প অবস্থা দেখা যায় গোঘাটের গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসগুলোতে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা কোন নথি দেখবেন, কী জিজ্ঞাসা করবেন তা নিয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় পঞ্চায়েত অফিসের ভেতরে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের কাজ কেমন চলছে, তা জানতে আসেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি দল। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সফরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, মূলত গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত জনস্বার্থ বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে, তা পঞ্চায়েত এলাকায় সঠিক ভাবে এগিয়েছে কি না, তা-ই খতিয়ে দেখেন

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

এই বিষয়ে দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি চঞ্চল রায় বলেন, যে সমস্ত প্রকল্প গুলি খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় দল এসেছিল পঞ্চায়েতের কাজে তারা খুশি হয়েছেন। অপরদিকে, বেঙ্গাই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাসুদেব মণ্ডল বলেন, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এসেছেন, ওনারা সরকারি প্রকল্পের কাজ দেখে গিয়েছেন।

অন্যদিকে, গোঘাট দু নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মিতা পণ্ডিত বলেন,বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকা ঘুরে দেখছেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। পঞ্চায়েতের কাজে উনারা খুশি।

সবমিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে সরকারি প্রকল্পের কাজ বিশেষ করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা খতিয়ে দেখতেই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে ঘুরছেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

জঙ্গলমহলে মহিলা তৃণমূলের 'পাড়া বৈঠক' কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশ মতো জঙ্গলমহলে তৃণমূলের 'পাড়া বৈঠক 'কর্মসূচি শুরু। আগামী লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি 'চলো পাল্টাই' কর্মসূচিকে সামনে রেখে শনিবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের বাঁধগোড়া অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'পাড়া বৈঠক' অনুষ্ঠিত হল চিচুড়গেড়িয়া গ্রামে। এছাড়াও বাঁধগোড়া অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'পাড়া বৈঠক' হয় শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে বুথস্তরে দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এদিনের এই কর্মসূচি। এই কর্মী বৈঠকে পাড়ার যুবক-যুবতী থেকে বৃদ্ধরাও এক সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন কথা আলোচনা করেন। যেমন লক্ষীর ভান্ডার, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, রেশন নিয়েও যাঁদের সমস্যা আছে, তাঁদের নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও আগামী দিনে বিজেপির অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে আলোচনা হয়। এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেখা সরেন, তৃণমূল নেত্রী অলোকা মাহাতো, অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর বেজ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নেপাল চট্টোপাধ্যায় ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান বিপ্লব মানা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.০৮.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী মহেন্দ্র প্রতাপ চৌহান, পিতা শ্রী রাজদেব চৌহান, প্রেমিসেস নং ৩/১, ৩য় তল, ফ্ল্যাট ২এ, হিঙ্গন জমাদার লেন, পো. গোবিন্দ খটিক রোড, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ এবং আরও ৮সি, মহেন্দ্র চ্যাটার্জি লেন, শিবতলা মাঠ, কলকাতা - ৭০০০৪৬, আরও ৮৯এ, এ জে সি বোস রোড, এন্টালি মার্কেট, কলকাতা - ৭০০০১৪ কে নোটিশে উল্লিখিত **২৬,০৯,৮৭৩.৯০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ নয় হাজার আটশ তিয়াত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা ০১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ২৬,০৯,৮৭৩.৯০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ নয় হাজার আটশ তিয়াত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা ০১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী অধার্য সুদ এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি ৭ কাঠা ৩১ বর্গফুট কমবেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট তৃতীয় তলে, উত্তর পূর্ব দিকে জি-৪ বহুতল ভবনে ফ্ল্যাট নং ২এ, পরিমাণ কমবেশি ৬৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ১ বেড রুম, ১ ড্রইং স্পেস, ১ কিচেন, টয়লেট এবং ১ বারান্দা, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩/১১, হিঙ্গল জমাদার লেন, পো : গোবিন্দ খটিক, থানা : তপসিয়া,কেএমসি ওয়ার্ড নং ০৫৯ অধীন, বরো নং ৭, অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-১২-০০৬৯-০, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উক্ত ফ্ল্যাটের যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৪৯৩৯ থেকে ১৩৪৯৭০ -দলিল নং ১৬০৩০৪১১৯-২০১৯ সালের। সম্পত্তি শ্রী মহেন্দ্র প্রতাপ চৌহান, পিতা শ্রী রাজদেব চৌহান এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ২এ, হিঙ্গন জমাদার লেন, পূর্বে : হিঙ্গন জমাদার লেন, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৩, হিঙ্গন জমাদার লেন সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৯.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন এর ১৯.০১.২০২৪ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, **ক্রম নং ১** : ই-নিলাম তারিখ পড়তে হবে "**২১.০২.২০২৪**" - '৩০.০১.২০২৪' এর পরিবর্তে। **ক্রম নং : ২** : ই-নিলামের তারিখ পড়তে হবে "**২১.০২.২০২৪**"- '৩০.০১.২০২৪' এর পরিবর্তে, এবং ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ পড়তে হবে "**১০,০০০/-**" **টাকা** - '২০,০০০/-' **টাকার** পরিবর্তে **এবং শাখার নাম** পড়তে হবে "**ফলতা**"- 'বোড়াল' এর পরিবর্তে। অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি পূর্বের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ২১.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক-জিডি, সেক্টর III
সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬

পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)} দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ১৩.১০.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স জিসি শাউ অ্যান্ড কোং (অংশীদার - শ্রীমতি সন্ধ্যা সাহা এবং শ্রীমতি কণিকা সাহা), ৮৫, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ল্যান্ডমার্ক - বৌবাজার ক্রসিংয়ের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১২, শ্রীমতি সন্ধ্যা সাহা (অংশীদার), ৯এ গ্রিক রো, কলকাতা - ৭০০০১৪, শ্রীমতি কণিকা সাহা (অংশীদার) ৯এ গ্রিক রো, কলকাতা - ৭০০০১৪ এবং শ্রী সঞ্জয় সাহা (জামিনদাতা) ৯এ ক্রিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪, (এ/সি - ৫০৪৩৮৮৭৫৬৫৫, ৫৮০০০৯১২৩৬৯ এবং ৭০৯২২৪৯৯৩৬)** বৌবাজার শাখা কলকাতা, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯৪৩৯৮২৬.০০ টাকা (চুরানব্বই লাখ উনচল্লিশ হাজার আটশ ছাব্বিশ টাকা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিতক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **৯৮২২৫৮৩.০০ টাকা (আটানব্বই লাখ বাইশ হাজার পাঁচশ তিরাশি টাকা) টাকা** ১৭.০১.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অবিভক্ত চিহ্নিত ১/৬ অংশ (২৯২.৫ বর্গফুট) বাস্তু জমির পরিমাণ আনুমানিক ০২ কাঠা ০৭ ছটাক এবং অবিভক্ত চিহ্নিত ১/৬তম অংশ (৫৮৫.৩৩ বর্গফুট-৫৮৬ বর্গফুট) তিনতলা বসবাসের ভবন পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৫১২ বর্গফুট (২য় তল ১১০০ বর্গফুট, ৩য়তল ১১৪০ বর্গফুট এবং ৪র্থতল ১২৭২ বর্গফুট) সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত, ৯এস ক্রিক লেন, পো : এন্টালি, থানা : মুচিবাজার, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫০ অধীন, অ্যাসেসি নং ১১০৫০০৫০০২২০, জেলা : কলকাতা, পিন : ৭০০০১৪, রেজিস্ট্রেশন অফিস-এআরএ কলকাতা এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার এবং দায় সমন্বিত। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৯বি ক্রিক লেন, **দক্ষিণে :** ক্রিক লেন, **পূর্বে :** ১০এ, ক্রিক লেন, **পশ্চিমে :** স্ট্রিট সমন্বিত।

তারিখ - ১৮.০১.২০২৪, স্থান - কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সিসিটিভি সূত্রে ধৃত অভিযুক্ত কেপমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে কেপমারির অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল দেগঙ্গা থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে রহড়া থানার ঈশ্বরিপুর মাঠপাড়ার বাড়ি থেকে ওই মহিলা কেপমারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের দাবি, ধৃতের কাছ থেকে কেপমারির নগদ ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকাও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম রাবেয়া বিবি (৪৭)। শনিবার ধৃতকে বারাসত আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অভিযুক্তকে টিআই প্যারেড করানো হবে বলেই পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, দেগঙ্গার নুরনগর পঞ্চায়েত এলাকার বারাসত বাইপাসে একটি টোটোর মধ্যে কয়েকদিন আগে ওই কেপমারির ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেগঙ্গার নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সোনেকা ঘোষ বুধবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ঋণ দেওয়ার জন্য বেলিয়াঘাটা বাজারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক থেকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তুলে ব্যাগের মধ্যে রেখেছিলেন। ব্যাংক থেকে বেরিয়ে একটা টোটোয় উঠেছিলেন সোনেকা। ওই সময় গায়ে চাদর জড়ানো আরও এক মহিলা তাঁর সঙ্গেই টোটোতে ওঠেন। সোনেকা নামার আগে অবশ্য ওই মহিলা টোটো থেকে নেমে যান। বাড়ির সামনে টোটো থেকে নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে সোনেকা দেখেন, তাঁর গোটা ব্যাগটাই ব্লেড দিয়ে কাটা। ব্যাগের ভিতরে রাখা টাকা উধাও। দেগঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে দেগঙ্গা থানার পুলিশ। সংগ্রহ করা হয় ব্যাংকের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। পুলিশ জানিয়েছে, সোনেকার বক্তব্য অনুযায়ী সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, ব্যাংকের ভিতরে তাঁর আশপাশে সন্দেহজনক ভাবে এক মহিলা ঘোরাঘুরি করছিলেন। শেষে শুক্রবার রাতে রহড়া থানার ঈশ্বরিপুর মাঠপাড়ার বাড়ি থেকে কেপমারির ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সহ রাবেয়া বিবিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

গ্রামে গ্রামে 'সমস্যা, সমাধান-জনসংযোগ' শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো শুরু হয়ে গেল গ্রামে গ্রামে 'সমস্যা, সমাধান-জনসংযোগ'। প্রথম দিন থেকেই উত্তর ২৪ পরগনার ২২টি ব্লকেই এই কর্মসূচি চালু হল। শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো জেলার সরকারি আধিকারিক ও কর্মীদের পাশাপাশি স্বয়ং জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদিও রাস্তায় নেমে মানুষের সমস্যার কথা শোনেন।

দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান এর সাফল্যের পর এবার গ্রামে গ্রামে সমস্যা সমাধান- জনসংযোগ' এর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই কর্মসূচি সফল করতে শনিবার থেকেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে সরকারি কর্মী, আধিকারিকরা। ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচিতে ২০টি প্রকল্পের সাহায্য মিলবে। সরকারি প্রকল্পের অধীন যাতে আরও বেশি বেশি মানুষ আসতে পারে তার জন্যই এই উদ্যোগ। এদিন এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বারাসাত পুরসভার ২৬

নম্বর ওয়ার্ডে ইন্দিরা কলোনির বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি। তিনি তাদের বেশিরভাগ সমস্যার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ সমাধান করেন। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুরসভার চেয়ারম্যান অশনি মুখোপাধ্যায়, কাউন্সিল চম্পক দাস, অভিজিৎ নাগ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। জেলাশাসক জানান, প্রথম দিনেই তিনশোর বেশি ক্যাম্প হয়েছে। প্রতিদিন জেলার প্রতিটি ব্লকে ১৫ এর অধিক ক্যাম্প হবে। ২৪ দিনে আপাতত সাড়ে চার হাজার ক্যাম্প করার পরিকল্পনা আছে, তবে সংখ্যাটা আরও বেড়ে যাবে বলেই প্রথমদিনের পরিসংখ্যান বলছে বলে জানান জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি।

কনফারেন্স ও সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন সমর্থিত 'প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন' নবম ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্স ও টেকনিক্যাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হল বারাসতের চাঁপাডালি মোড় সংলগ্ন পিডব্লিউডি বারাসত ডিভিশন অফিসে। শনিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত চলে এই কনফারেন্স ও সেমিনার। এদিনের সেমিনারে ২৮টি কোম্পানি তাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, বারাসত সাংগঠনিক

জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ছিলেন সুব্রত ঘোষ, অনন্ত নন্দী, অনির্বান ওঝা, অনুপম সরকার সহ অন্যান্যরা।

অযোধ্যার রামমন্দির চত্বর সেজে উঠছে বাগনানের ঘাসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: রাত পোহালেই অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন। সেজে উঠেছে অযোধ্যা। জানা গিয়েছে, এক বিশেষ ধরনের দুর্বা ঘাস দিয়ে মন্দির এলাকা সাজানো হয়েছে। আর এই ঘাস গিয়েছে হাওড়ার বাগনানের ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে।

হাওড়ার বাগনান দুই ব্লকের ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ মানুষ ফুল চাষ ও বাগিচা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। গোলাপ ছাড়া ও বিভিন্ন মরসুমি ফুল চাষ করে যেমন জীবিকা নির্বাহ করেন এই গ্রাম পঞ্চায়েত হেলেদ্বীপ, বাঁকুড়দহ,

ভুলগেড়িয়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ। শুধু নার্সারি নয়, ইদানীং এই গ্রামের বেশ কিছু মানুষ চাষ করছেন ঘাসও। আকারে ছোট ঘাস বুনে তাকে ফুট হিসাবে বিক্রি করে জীবনধারণ করেন শতাধিক মানুষ।

এঁদেরই একজন ভবেশ খাঁড়া জানান, রামমন্দির তৈরির পর চত্বরে যে ঘাস লাগানো হয়েছে তা বাগনান এলাকার। ১৮ হাজার স্কোয়ার ফিট ঘাস সরবরাহ করেছেন তিনি। মোট ২ লক্ষ আশি হাজার টাকার ঘাস গিয়েছে বাগনান থেকে। রাম আবেগে নিজের তৈরি ঘাস বাগনান থেকে অযোধ্যা যাওয়ায় খুশি ভবেশ খাঁড়া ও তাঁর পরিবার। খুশি ফুল চাষিরাও।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) {রুল ৮(১)} অধীন

আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ, ৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি. টি. রোড, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১
জেলা - পশ্চিম বর্ধমান (প.ব.), ইমেল : A659@indianbank.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০২.১১.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **: শ্রী শম্ভু নাথ শাউ এবং শ্রীমতি লক্ষ্মী শাউ (ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) আসানসোল মেন শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৭,৭৪,৮৮২.০০ টাকা** (সাতান্ন লাখ চুয়াত্তর হাজার আটশ বিরাশি টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৮ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ, নিকট বকেয়া **৫৭,৭৪,৮৮২.০০ টাকা** (সাতান্ন লাখ চুয়াত্তর হাজার আটশ বিরাশি টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জামিনদত্ত সম্পদের নির্ধারিত বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
সম্পত্তি নং : ১ : জেলা : বর্ধমান , পো : বার্নপুর, থানা : হীরাপুর, মহকুমা এবং অ্যাডি. ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আসানসোল, ওয়ার্ড নং ৪৩, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধীন, হোল্ডিং নং ২৮২/১১৪, জেএল নং ২১, মৌজা : নরসিংহবাঁধ, সংশ্লিষ্ট জমি সিএস প্লট নং ১৩১৬, (একহাজার তিনশো ষোলো), আরএস প্লট নং ৩৪০৫ (তিনহাজার চারশো পাঁচ), সিএস খতিয়ান নং ২৯১, আরএস খতিয়ান নং ২২২৯৯, জমির পরিমাণ ৩৬০ (তিনশো ষাট) বর্গফুট সমান সমান ০.৮২ শতক বা ৮ ছটাক এবং তদস্থিত একতলা ভবন এরিয়া ১৬০ বর্গফুট এভং খালি এরিয়া ২০০ বর্গফুট সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, সমুদয় ফিটিংস, ফিক্সচারস, বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ইত্যাদি। স্বত্বাধিকারী শম্ভুনাথ শাউ উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং : ১-৮৩৯৪ তারিখ ২৩.১০.২০০৯। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মোহনলাল আগরওয়ালের জমি, দক্ষিণে : অধিগ্রহণকারী ক্রেতা অজয় বিশ্বাস, পূর্বে : মানিক রায়ের ভবন, পশ্চিমে : শম্ভুনাথ শাউ এর ভবন সমন্বিত।
সম্পত্তি : ২ : তপশিল - এ : জেলা- বর্ধমান, সাব ডিভিশন এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস আসানসোল, থানা : হীরাপুর, মৌজা : নরসিহংবাঁধ, খতিয়ান নং ২৯১, প্লট নং ১৩১৬, সকল অংশ জমির এবং তদস্থিত ভবন ৬ কক্ষ, উঠোন, খোলা জায়গা, অন্যান্য নির্মাণ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত পরিমাণ ১৭০০ বর্গফুট, বা (আনুমানিক ২ কাঠা ৫ ছটাক এভং ৩৫ বর্গফুট জমির মোট পরিমাণ ৪ কাঠা (লিজ দলিল নং ১০৬৬ -১৯৪৯ প্রয়াত রামধনী শাউয়ের স্বত্বাধীনে ছিল) অংশত হোল্ডিং নং ১১১(পুরানো) নতুন ২৮২/১১৪, আসানসোল পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪৩, মোট চৌহদ্দি এরিয়া ১০৮০ বর্গফুট (দাতার ১/২ অংশ অর্থাৎ ৩১০ বর্গফুট হস্তান্তরিত), মোট সম্পত্তি হস্তান্তরিত উক্ত সম্পত্তির কেবল ১/২ অংশ)। **স্বত্বাধিকারী শম্ভুনাথ শাউ** উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-১১০৬ তারিখ ২৫.০২.১৯৯৯।
তপশিল বি :- জেলা-বর্ধমান, সাব ডিভিশন এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস আসানসোল, থানা : হীরাপুর, মৌজা : হীরাপুর, খতিয়ান নং ২৫১, প্লট নং ৩৮৫৫, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১০ ছটাক মোট জমি পরিমাণ ৫ কাঠা (লিজ দলিল নং ২৪১১-১৯৫১, স্বত্বাধিকারী প্রয়াত রামধনী শাউ) থেকে একটি কুঁড়ে (১০ফুট/১০ ফুট) বাঁশ এবং খড় দিয়ে তৈরি এবং সকল পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত হোল্ডিং নং ৭৭ (পুরানো) আসানসোল পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪৩ অধীন। জমির পরিমাণ এরিয়া ১০০ বর্গফুট (হস্তান্তরিত এরিয়া ৫০ বর্গফুট) খালি এরিয়া ১৭৯০ বর্গফুট (এরিয়া হস্তান্তরিত ৮৯৫ বর্গফুট), মোট সম্পত্তি হস্তান্তরিত ১/২ উক্ত তপশিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী শম্ভু নাথ শাউ,** উল্লেখ্য দান দলিল নং : ১-১১০৬ তারিখ ২৫.০২.১৯৯৯।

তারিখ : ১৮.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : আসানসোল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

DEWANBHERI UTTARPARA SAMABAY KRISHI UNNYAN SAMITY LTD.
REGD No : 64 * DATED 26.03.1963
Regd. Office:- Vill & P.O.-Dewanbheri,P.S.-Singur,Dist-Hooghly, Pin-712409

Proclamation of Sale

Certificate Case No. 04 of 2022 – 23 under which Dewanbheri Uttarpara Samabay Krishi Unnayan Samity Ltd. (Regn No. 64 dated 26.03.63), situated at Vill + Post Dewanbheri, p.s. Singur, District Hooghly, pin 712409 hereby known as the Certificate Holder and Kartik Chandra Das residing at Vill. Nutanbheri Post Dewanbheri, P.s. Singur, Hooghly, pin- 712409 is hereby known as Certificate-Debtor.
NOTICE is hereby given that, under rule 44 in Schedule II to the Bengal Public Demands Recovery Act. 1913, an order has been passed by Certificate Officer for the sale of the property mentioned in the annexed schedule , in satisfaction of the claim of the certificate-holder under the certificate mentioned in the margin amounting , with costs and interest upto date of sale , to the sum of Rs.42,61,581/-(Forty Two Lakhs sixty one thousand five hundred eighty one only).
The sale will be by public auction and the property will be put up for sale in the lots specified in the schedule. The said auction is scheduled to be held on 6th February, 2024 at 11.30 a.m. at the Registered Office of the Society i.e. Vill + Post Dewanbheri, P.S. Singur, District Hooghly, pin 712409, The sale will be of the property of the certificate - debtor above named as mentioned in the schedule below:
At the sale the public generally are invited to bid, either personally or by duly authorized agent. The following are the further.

Conditions of Sale:

1. The particulars specified in the schedule below have been stated to the best of the information of the Certificate Officer; but the Certificate Officer will not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.
2. The amount by which the bidding are to be increased shall be determined by the officer conducting the sale. In the event of any dispute arising as the amount bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.
3. The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot, provided always that he / she is legally qualified to bid, and provided that it shall be in the discretion of the officer holding the sale to decline and/or accept the highest bid when the price offered appears so clearly in adequate as to make it advisable to do so.
4. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the officer conducting the sale to adjourn it, subject always to the provisions of rule 50 in Schedule II to the Bengal Public Demands Recovery Act, 1913.
5. In the case of immovable property, the person declared to be the purchaser shall pay immediately after such declaration a deposit of 25percent, on the amount of his purchase money to the office conducting the sale, and indefault of such deposit the property shall forth with be put up again and resold.
6. The full amount of the purchase-money shall be paid by the purchaser before the office of the Certificate Holder closes on the fifteenth day after the sale of the property exclusive of such day, or if the fifteenth day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the fifteenth day.
7. In default of payment of the balance of purchase-money within the period allowed the property shall be resold after the issue of a fresh notification of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the Certificate Officer thinks fit, be forfeited to the Government. And the defaulting purchaser shall forfeit all claim to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold.

Schedule of Property

Land Details:

Sl No.	Plot No.	Khatian No.	Nature of Land	Area Of Land	Market Value (in Rs.)
District: Hooghly, Thana: Singur, Gram Panchayat: GOPALNAGAR, Mouza: Pairaurah, Jl No: 7, Pin Code: 712409					
L1	LR-319	LR-1176	Shali	52 Dec	7,11,360/-
District: Hooghly, Thana: Singur, Gram Panchayat: GOPALNAGAR,Mouza: Dewan Bheri, Jl No: 18, Pin Code : 712409					
L2	LR-22	LR-1393	Suna	1.5 Dec	30,780/-
L3	LR-23	LR-1393	Doba	0.75 Dec	30,780/-
L4	LR-103	LR-1393	Viti	0.5 Dec	41,040/-
L5	LR-104	LR-1393	Suna	0.5 Dec	15,000/-
L6	LR-105	LR-1393	Doba	0.25 Dec	10,260/-
L7	LR-106	LR-1393	Doba	0.25 Dec	10,260/-
L8	LR-109	LR-1393	Doba	0.5 Dec	20,520/-
L9	LR-112	LR-1393	Suna	0.75 Dec	20,000/-
L10	LR-113	LR-1393	Suna	0.5 Dec	15,000/-
L11	LR-114	LR-1393	Doba	1 Dec	41,040/-
L12	LR-266	LR-1393	Shali	1.25 Dec	17,100/-
L13	LR-387	LR-1393	Suna	0.25 Dec	5,130/-
L14	LR-396	LR-1393	Pukur	0.5 Dec	20,520/-
L15	LR-401	LR-1393	Bastu	1.25 Dec	1,02,600/-
L16	LR-402	LR-1393	Bastu	0.25 Dec	20,520/-
L17	LR-403	LR-1393	Suna	0.25 Dec	5,130/-
L18	LR-239/1554	LR-1393	Shali	1 Dec	13,680/-
L19	LR- 271/1565	LR-1393	Shali	0.75 Dec	10,260/-
L20	LR- 292/1585	LR-1393	Suna	1.25 Dec	25,650/-
L21	LR- 292/1586	LR-1393	Shali	0.75 Dec	10,260/-
L22	LR- 292/1590	LR-1393	Shali	0.25 Dec	5,000/-
L23	LR- 391/1591	LR-1393	Suna	1.5 Dec	30,780/-
L24	LR- 391/1592	LR-1393	Suna	0.25 Dec	5,130/-
L25	LR- 397/1594	LR-1393	Bastu	0.25 Dec	20,520/-
L26	LR- 399/1595	LR-1393	Viti	0.25 Dec	20,520/-
L27	LR- 399/1596	LR-1393	Bastu	0.25 Dec	20,520/-
District: Hooghly, Thana: Dadpur, Gram Panchayat: HARIT, Mouza: Bilatpur, Jl No: 97, Pin Code: 712305					
L28	LR- 1378	LR-1926	Shali	56 Dec	8,06,400/-
L29	LR-658	LR-1883	Shali	70 Dec	10,08,000/-
L30	LR- 1385	LR-1928	Shali	39 Dec	5,61,600/-
L31	LR- 1386	LR-1928	Shali	1 Dec	14,400/-
L32	LR- 1387	LR-1928	Shali	6 Dec	86,400/-
L33	LR- 1388	LR-1928	Shali	12 Dec	1,72,800/-
L34	LR- 1389	LR-1928	Shali	20 Dec	2,88,000/-

Sd/-
Gouranga Chowdhury
Sale Officer &
Cooperative Development Officer (HQ)
Hooghly Range Office
Date: 20-01-2024

জনসংযোগ কর্মসূচিতে ইংরেজবাজার ব্লকের সাটটারি এলাকায় পৌঁছলেন মালদার জেলাশাসক

শুনলেন গরিব মানুষের কথা, উদ্বোধন করলেন ট্যাবলো

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কনকনে ঠান্ডায় মাটিতে বসেই গ্রামীণ এলাকার মানুষদের সমস্যা শুনলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। শনিবার দুপুরে ইংরেজবাজার ব্লকের সাটটারি এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানমূলক কর্মসূচিতে গিয়েই সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে মাদুর বিছানো মাটিতে বসে সমস্যা সমাধানমূলক কথা বলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

উল্লেখ্য, শনিবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের ২০টি প্রকল্পের পরিষেবা মূলক জনসংযোগ কর্মসূচি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় দুয়ারে সরকার কর্মসূচির পর গ্রামীণ এলাকার মানুষদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছে এই জনসংযোগ কর্মসূচি। এদিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে ইংরেজবাজার ব্লকে সাটটারি এলাকায় একটি ট্যাবলো উদ্বোধন করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযূষ সালুঙ্কে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজারের বিডিও অনিরুদ্ধ ঘোষ, ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেশ পাল প্রমুখ।

এদিন জনসাধারণের মধ্যে পাশে বসেই নিজের হাতে কলম নিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের আবেদনপত্র পূরণ করে দেন জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার। পাশাপাশি জনসাধারণের সরাসরি সমস্যার কথা শুনে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, ২০ জানুয়ারি থেকে রাজ্য সরকারের ২০টি প্রকল্প নিয়েই শুরু হয়েছে এই জনসংযোগ কর্মসূচি। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। জেলায় ৬১০০টি ক্যাম্প চালু করা হয়েছে। প্রতিটি ক্যাম্পে তিনজন করে প্রতিনিধি থাকছেন। বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকা থেকে পাড়ার নানান সমস্যার তদারকি করতেই এই জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

সিপিএমকে ঠ্যাঙানো, তৃণমূলকে সাইজ করে কেটে খাওয়ার হুঁশিয়ারি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে একই সঙ্গে তৃণমূল ও সিপিএমের বিরুদ্ধে কড়া নিদান দিয়ে ফের বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়ার ওন্দার বিধায়ক তথা বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অমরনাথ শাখা। সিপিএমকে ছাগলের চতুর্থ বাচ্চা হিসাবে উল্লেখ করে তাঁর নিদান, এদের আগে ঠ্যাঙাতে হবে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাঁর নিদান, ২৪ এর ভোটের পর এদের নিজের মুরগি মনে করে সাইজ করে আপনারা খাবেন। বিজেপি বিধায়কের এমন নিদানে বিতর্কের ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে তৃণমূল ও সিপিএম।

প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে একাধিকবার বিতর্কিত মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন ওন্দার বিজেপি বিধায়ক তথা বিষ্ণুপুরের বিজেপি জেলা সভাপতি অমরনাথ শাখা। ফের একবার প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে দলীয় কর্মীদের নিদান দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করলেন তিনি। শনিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার রতনপুরে দলীয় সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে মঞ্চে বসিয়ে অমরনাথ শাখা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ‘ভারতের রাজনীতিতে সিপিএম ছাগলের চতুর্থ সন্তান। এরা দেশদ্রোহী। ঠ্যাঙাতে হলে এদের আগে ঠ্যাঙাতে হবে।’ এরপরই তৃণমূলের কথা বলতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, ‘তৃণমূলের নেতারা ছাগলের তৃতীয় সন্তান। যে ভাবে আপনারা পঞ্চায়েতে ভোট হতে দেননি এবং পঞ্চায়েতের বিরোধী সদস্যদের যোগ্য সম্মান দেননি তাতে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের পর আপনারা কে কোথায় থাকেন সেটাই চিন্তার।’ এরপরই সভায় উপস্থিত দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বিধায়কের নিদান, ‘২৪ এর নির্বাচনের পর আপনারা নিজের নিজের মুরগির মতো সাইজ করে খেতে শুরু করবেন। কাউকে রেয়াত করবেন না।’

সভা শেষে নিজের বক্তব্যের পক্ষে অমরনাথ শাখার দাবি, ‘একসময় সিপিএমকে আশ্রয় দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির ভোট কেটে সিপিএম তৃণমূলের সুবিধা করে দিচ্ছে। এখন সিপিএম তৃণমূলের পয়সায় চলে। অন্যদিকে তৃণমূল নেতারা যে ভাবে বিজেপি কর্মীদের বিনা অপরাধে মারধর করছেন, মিথ্যা মামলা দিচ্ছেন, তাতে ২০২৪ সালের পর আমাদের দলের কর্মীরা তাঁদের গালে চুমু খাবে না। নিজের মুরগির গলা কেটে বা পা কেটে যেমন ভাবে সবাই মুরগি খান তেমন খাবেন।’

বিধায়কের এই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে সিপিএম ও তৃণমূল। সিপিএমের দাবি, এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য বিজেপি ও তৃণমূল নেতারাই করতে পারেন। মানুষের রুজিরুটির প্রশ্ন ভুলিয়ে যে ভাবে ধর্মের নামে বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে, তাতে আগামী দিনে মানুষ তাঁদের প্রতি এমন আচরণ করে কিনা তা দেখার। তৃণমূলের দাবি, এই ধরনের বক্তব্য খুব নিম্নমানের। এই বক্তব্য বিধায়কের মুখে শোভা পায় না। সিপিএমের ভোটে ২০২১ সালে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির অমরনাথ শাখা। এখন তাঁর আশঙ্কা, সিপিএম ভোট না দিলে বিজেপি হেরে যাবে। সেই আশঙ্কাতেই এমন কথা বলছেন বিধায়ক অমরনাথ শাখা।

প্রধান শিক্ষককে স্কুল ছেড়ে যেতে না দেওয়ার দাবি ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বদলি হয়েছেন প্রধান শিক্ষক। ওই প্রধান শিক্ষক না থাকলে কোনও ছাত্র-ছাত্রী আর স্কুলে আসবে না। পুনরায় ওই শিক্ষককে স্কুলে রেখে দেওয়ার দাবি তুলে বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার টুঙ্গি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

জানা যায়, ওই বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নাথ। তিনি নিজে থেকেই পরবর্তীকালে শিক্ষা দপ্তরে বদলি হওয়ার জন্য আবেদন জানান। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে তাঁর কাছে লিখিত অনুমতি আসে। সেই খবর জানাজানি হতেই এদিন ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের একাংশ স্কুলে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

অভিভাবকদের দাবি, ওই শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা প্রচুর ভালোবাসা এবং শিক্ষা লাভ করেছে। সেই কারণে ওই প্রধান শিক্ষক যদি বদলি হয়ে যান, তা হলে কোনও ছাত্রছাত্রী আর স্কুলে আসতে চাইছে না। অবিলম্বে শিক্ষা দপ্তর এই ট্রান্সফার অর্ডার বাতিল করুক। যদিও অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের দাবি অনৈতিক বলেই মনে করছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ নাথ। তিনি বলেন, ‘একটি নিয়মের মধ্যে দিয়ে আমার বদলির অর্ডার এসেছে। যিনি এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে আসছেন, নিশ্চয়ই তিনিও খুব ভালো পড়াশোনা করাবেন।’ কিন্তু নাছোড়বান্দা ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরা।

বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মিউজিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: সাধারণত মনোরোগীদের চিকিৎসার জন্য মিউজিক থেরাপিকে ব্যবহার করা হয়। এবার অন্যান্য রোগীদের জন্যও গান ও মিউজিক শুনিয়ে সুস্থ করার নয়া পরীক্ষামূলক চেষ্টা শুরু হল বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আর তাতে ভালোই ফল আসতে শুরু করেছে বলে দাবি।

ওষুধের পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি সহ বাংলা আধুনিক গান ও সৃজনশীল মিউজিক শুনিয়ে রোগীদের মানসিক চিন্তা, অবসাদ দূর করে তাঁদের সুস্থ করে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এতে শুধু রোগী নয়, ফুরফুরে মেজাজে হাসপাতালে নার্স, চিকিৎসক সহ ওয়ার্ডের কর্মীরা। কেউ আবার গানের তালে সুর মিলিয়ে মনের আনন্দে কাজ করছেন। এমনই চিত্র এখন বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হসাসপাতালের।

জানা গিয়েছে, মহিলা ও পুরুষ উভয় মেডিসিন ওয়ার্ড, একটি শিশু বিভাগ ও একটি প্রসূতি বিভাগে প্রায় ২০টির মতো সাউন্ড সিস্টেম বসানো হয়েছে। সারাদিন বাজছে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল গীতি, শিশুদের গান ও আবেগমূলক বিভিন্ন মিউজিক। কয়েক মাস আগে বসানো এই সিস্টেমের ফলে রোগীরা ওষুধের পাশাপাশি গানের মাধ্যমেও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে দাবি চিকিৎসকদের।

বারাসত হাসপাতালের সুপার সুব্রত মণ্ডল বলেন, ‘গান ও মিউজিকের মাধ্যমে অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয় এটা প্রমাণিত। কারণ মন যদি ঠিক থাকে তবে অসুস্থ মানুষও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়। তাই পরীক্ষামুলক ভাবে চারটি ওয়ার্ডে সাউন্ড সিস্টেম বসানো হয়েছিল। তাতে ব্যাপক সাফল্য এসেছে, ওয়ার্ডে ঝামেলা কমেছে, রোগীদের মানসিক তৃপ্তির পাশাপাশি অভাব অভিযোগ কমেছে। ওয়ার্ডে শান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সকালে, দুপুরে, রাতে গান ও বিশেষ করে ঘুমানোর আগে হালকা মিউজিক বাজিয়ে তাঁদের মনোরঞ্জন এবং ঘুমের ব্যবস্থা করছি। এর সাফল্য আসায় ধাপে ধাপে সমস্ত ওয়ার্ডেই আমরা এই সাউন্ড সিস্টেম বসানোর উদ্যোগ নিয়েছি।’ সুপারের দাবি, রাজ্যে প্রথম কোনও সরকারি হাসপাতালে এভাবে মিউজিক থেরাপির মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে।

রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে পানাগড়ে মহিলাদের শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আগামী সোমবার অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে সারা দেশের পাশাপাশি পানাগড়েও রামসীতা মন্দিরে পুজো ও নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

মন্দিরে পুজো উপলক্ষে শনিবার বিকেলে রামসীতা মন্দির থেকে মহিলাদের একটি শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রা পানাগড় বাজার প্রদক্ষিণ করে পানাগড়ের রেল পুকুরে গিয়ে সেখান থেকে ঘটে করে জল নিয়ে পুনরায় রামসীতা মন্দিরে এসে শেষ হয়। রামসীতা মন্দিরের সঙ্গে হনুমান মন্দির ও লক্ষী নারায়ণ মন্দিরও ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে গোটা পানাগড়জুড়ে উৎসবের চেহারা।

জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা থেকেই পানাগড়ের রামসীতা মন্দিরে শুরু হয়েছে পুজোপাঠ। সোমবার মহা ধুমধামে পুজোর পাশাপাশি বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে।

মকদম পীর মেলাকে কেন্দ্র করে সম্প্রীতির অনন্য নজির দেখা গেল হুগলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পীরতলায় বাতাসা সিন্নি দিয়ে পুজো দিলে পূর্ণ হয় মনস্কামনা। আর এটা যদি ‘বিশ্বাস’ হয় তা হলে ‘ঐতিহ্য’ হল সম্প্রীতি। আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে এই বিশ্বাস আর সম্প্রীতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল হুগলির গোঘাটের এই মকদম পীর মাজারের পুজোপাঠ। যা আজও একই ভাবে হয়ে চলেছে। সম্প্রীতির অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায় এই পীরের মেলায়। হুগলির গোঘাটের ভাদুর পঞ্চায়েতের জঙ্গল লাগোয়া আদ্রা এলাকায় মকদম পীরের মাজার রয়েছে। এই মাজার ঘিরেই মেলা বসেছে। এদিন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পীরের মাজের ঘোড়া ও সিন্নি দিয়ে মানত করেন। আজও এই পীরের মেলা হিন্দু-মুসলিমকে আঁকড়ে রেখেছে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। এই বছরেও আরামবাগ, গোঘাট ছাড়াও বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেলাতে ভিড় জমিয়েছেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষ। চলছে পীর তলায় সিন্নি দিয়ে মঙ্গল কামনা। মাজারে চলছে প্রার্থনা। মেলার আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। ভাদুরের মকদম পীরের মেলার অন্যতম বিশেষত্ব হল হিন্দু ও মুসলমানের মেলবন্ধন। বাবা মকদম পীরের মাজারে যারা আসেন তাদের খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয়। প্রায় কয়েক হাজার মানুষ এই খিচুড়ি ভোগ খান। এদিনও একই ভাবে পীরের মাজারে আসা ভক্তদের খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়। এই বিষয়ে অশোক কুমার মণ্ডল বলেন, এখানে জাতি বলে কিছু নেই। এটা মানুষের মেলা। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এসেছেন। সুমনা পাল ও

সুস্মিতা পালরা জানায়, এখানে এলে মন ভালো হয়ে যায়। খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হবে। পীরের পুজো দেব বলে এসেছি। অপরদিকে আশা দে নামে এক মহিলা বলেন, মানত ছিল তাই মকদম পীরের মাজারে আসা হয়েছে। পাশাপাশি কলেজ ছাত্রী তাপসী মুদি বলেন, এই মেলায় বহু মানুষ আসেন তাদের খাওয়ানোর জন্য আমরা ২২ জন এসেছি। খিচুড়ি ভোগ পরিবেশন করছি। সবমিলিয়ে ধর্মের ভেদাভেদ এই পীরের মাজারে এলে মুছে যায় বলা যায়।

ইউপিএসসির সচেতনতা শিবির পুলিশ সুপার ও জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির উদ্যোগে এবং তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার জন্য ইন্দাস মহাবিদ্যালয়ে একটি শিবিরের আয়োজন

করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রায় সাড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ জন সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসক সহ বেশ কয়েকজন আইএএস ও আইপিএস অফিসার। তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য এবং ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে ইউপিএসসি পরীক্ষা দেবেন, সে ব্যাপারে সচেতন করলেন ও শোনালেন তাঁদের ইউপিএসসি পরীক্ষার অভিজ্ঞতার কথা বাঁকুড়ার জেলাশাসক সৈয়দ এন জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হজ কমিটির পক্ষ থেকে এখানে যে শিবির করা হচ্ছে ইউপিএসসি পরীক্ষা দেবে এমন ছাত্রছাত্রীদের জন্য। সকল ছাত্রছাত্রী খুব মনোযোগ সহকারে এই সেমিনারে ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন। তিনি আশা করছেন, আগামী ইউপিএসসি পরীক্ষায় সকলে ভালো ফল করবেন।

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের অধীনে আবাস সমূহের ছাত্রছাত্রীদের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪। পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ও কলকাতার আবাস সমূহের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শনিবার অনুষ্ঠিত হল উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারে। এই সাংস্কৃতিক পরিচালনায় প্রতিযোগিতায় নৃত্য অংকন ও নাটক পরিচালনায় প্রতিযোগিতা হল। এরপর হবে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ, পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগ।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য, উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক, চাপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ডক্টর সুবীর মুখোপাধ্যায় হুগলি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক, শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক ও উত্তরপাড়া পুরসভার বেশ কিছু কাউন্সিলর সহ বিশিষ্টরা। বক্তব্য রাখ

তে গিয়ে হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য বলেন, ‘আগের দিন থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে এসেছে তারা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে, খুব ভালো লাগছে, তারা সেজেছে সুন্দর, মন দিয়ে এটা করো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, সবাই ভালো থাকবে।’ অনুষ্ঠানটি হয় উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএলও ডক্টর ইন্দ্রজিৎ পান। জেলাশাসক জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি ঘুরে

গাড়ির ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যুতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার সাত সকালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মৃত ওই সাইকেল আরোহীর নাম দুগাই মণ্ডল (৪৫)। তার বাড়ি রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত আগুইবাড়ি গ্রামে। দুর্ঘটনাটি ঘটে শনিবার ভোরে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত ঝাড়ুখামার মোড়ের কাছে। দুর্ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ও যান নিয়ন্ত্রণের দাবিতে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ঘণ্টা দুই ধরে অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাস পাওয়ার পর অবরোধ তুলে নেন তাঁরা।পুলিশ ঘাতক গাড়িটির সন্ধানে জোর তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

বাইকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা পানাগড়ের যুবকদ্বয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আগামী সোমবার অযোধ্যায় মহা ধুমধামে রামমন্দিরের উদ্বোধন হবে। সেই অনুষ্ঠানের ও ঐতিহাসিক শুভক্ষণের সাক্ষী থাকতে শনিবার পানাগড় থেকে বাইকে করে দুই যুবক অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এদিন যাত্রা শুরুর আগে পানাগড়ের প্রয়াগপুর মোড় সংলগ্ন হনুমান মন্দিরে পুজো দেন ওই দুই যুবক। এদিন পানাগড়ের বাসিন্দারা অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া দুই যুবককে সংবর্ধনা জানান।

জানা গিয়েছে, কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুরের যুবক সৌরভ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর এক বন্ধু রাজা ঘোষ এদিন পানাগড় থেকে বাইকে করে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাঁদের দাবি, সময়টা খুব কম হলেও প্রায় ৮০০ কিলোমিটার পথ তাঁরা অতিক্রম করে সঠিক সময়ে পৌঁছে ঐতিহাসিক সময়ের সাক্ষী থাকতে হাজির হয়ে যাবেন অযোধ্যায়। তাঁদের যাত্রার কথা শুনে পানাগড়ের মানুষ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিদেশি চ্যানেল পেরতে ভাগীরথীর জলে প্রশিক্ষণ সাঁতারু সায়নীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: প্রবল শীতে কাঁপছে গোটা বাংলা। পারদ যখন ৮-৯ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে, ঘন কুয়াশায় মোড়া চারদিক, তখন ভাগীরথীর কনকনে ঠান্ডা জলে সাঁতারু সায়নী দাস প্রশিক্ষণের জন্য নদের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রতিদিন তিনি ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা ভাগীরথীতে কাটছে তাঁর।

চলতি বছরেই নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট ও আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেলে নামতে চলেছেন সায়নী দাস। তাই কনকনে ঠান্ডাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই, বরং আরও বেশি করে এই পরিবেশটাকেই মানিয়ে নিতে বেশ কয়েক ঘণ্টা অনুশীলন করে চলেছেন তিনি। তাঁকে সহযোগিতা করে চলেছেন বাবা রাধেশ্যাম দাস। সপ্তসিন্ধু জয়ের লক্ষ্যে কালনা শহরের

বারুইপাড়ার বাসিন্দা সাঁতারু সায়নী দাস এর আগে ইংলিশ চ্যানেলের পাশাপাশি ক্যাটলিনা ও মার্কিন মুলুকের মলোকাই চ্যানেল জয় করে বিদেশের মাটিতে তেরঙা পতাকা উড়িয়েছিলেন।

সেই লক্ষ্যেই তিনি আবার আগামী ৩১ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিলের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইটে নামতে চলেছেন। এই সফর শেষ হতে না হতেই আয়ারল্যান্ডের নর্থ বা আইরিশ চ্যানেলে নামবেন। সেখানে তিনি আবার জুলাই মাসে রওনা দেবেন। যা চ্যালেঞ্জের। কারণ দুই চ্যানেলেই রয়েছে বরফের মতো ঠান্ডা জল, ভয়ংকর স্রোত, প্রবল হাওয়া। তার ওপর কম সময়ের ব্যবধানে নিজেকে ফিট রাখাটাও বেশ কঠিন। তাই নিজেকে ফিট রাখতে ডায়েট থেকে অনুশীলন চার্টেও নিজেকে অনবরত শাসন করে চলেছেন ২৬ বছর বয়সের বঙ্গতনয়া।

অন্যদিকে ওই দুই দেশের আবহাওয়া ও জলের তাপমাত্রাকে মানিয়ে নিতে কালনার গঙ্গায় ঠান্ডা জলে নিয়মিত অনুশীলন সারছেন সায়নী। বরফের মতো এই ঠান্ডা জল যে তার প্রস্তুতির অনুকূল তা বলতেও ভোলেননি। সায়নী বলেন, ‘আজকের তাপমাত্রা প্রায় ৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছিল। যা আমার পক্ষে বেশ অনুকূল। কারণ এর থেকে অনেক বেশি কম তাপমাত্রা ওই দুই চ্যানেলে রয়েছে। এখন গঙ্গায় ৩-৪ ঘণ্টা অনুশীলন করছি। আগামী দিনে এই সময়টা আরও বাড়বে। সামনের ২ টি চ্যানেলে সফল হওয়াটাই আমার মূল লক্ষ্য।’

সায়নীর বাবা তথা কোচ রাধেশ্যাম দাস বলেন, ‘১৫ মার্চ আমরা নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। নিউজিল্যান্ডের এই চ্যানেল জয় করতে পারলে সায়নীর আরও একটা চ্যানেল জয় অন্য মাত্রা দেবে। নর্থ চ্যানেল সবচেয়ে শীতলতম চ্যানেল। তাই এখনকার এই ঠান্ডা আবহওয়াটা সায়নীর অনুকূলে রয়েছে।’

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ
৮, জি. টি. রোড, উদরেজ ভবন
১ম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ইমেল : apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল-৮(৬) এবং ৯(১) দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ এবং ‘যেখানে যা আছে’ ভিত্তিতে ০৭.০২.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) নিম্নে বর্ণিত বকেয়া সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অন্বেষা হোটেল রেস্তোরাঁ কাম বার অংশীদারগণ : শ্রী সূর্য নারায়ণ রায় এবং শ্রী চন্দ্রনারায়ণ রায় গ্রাম এবং পো : বল্লভপুর, বাঁশতলা মোড়, থানা : রানিগঞ্জ, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩২৩ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) : ১. সূর্য নারায়ণ রায় ২. শ্রী চন্দ্র নারায়ণ রায় উভয়ের ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : বল্লভপুর, বাঁশতলা মোড়, থানা : রানিগঞ্জ, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩২৩। জামিনদাতা(গণ) : ১. শ্রীমতি সুমিতা হাজরা রায় ২. শ্রীপর্ণা রায় উভয়ের ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : বল্লভপুর, বাঁশতলা মোড়, থানা : রানিগঞ্জ, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩২৩। খ) আপকার গার্ডেন শাখা	সম্পত্তি ১ : জেলা : বর্ধমান, থানা : রানিগঞ্জ, চৌকি এবং অ্যাডি. ডিস্ট. সাব রেজিস্ট্রি -রানিগঞ্জ, মৌজা : সাহেবগঞ্জ, জেএল নং ২৫, পরিমাণ ২.২৫ কাঠা, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২১২১ এবং ২১২২, বিক্রয় দলিল নং ১-৩৪০৯। সম্পত্তি ২: জেলা : বর্ধমান, থানা : রানিগঞ্জ, চৌকি এবং অ্যাডি.ডিস্ট. সাব রেজিস্ট্রি -রানিগঞ্জ, মৌজা : সাহেবগঞ্জ, জেএল নং ২৫ পরিমাণ ১.৫০ কাঠা, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২১২১ এবং ২১২২, বিক্রয় দলিল নং ১-৩৪০৮। সম্পত্তি ৩ : জেলা :বর্ধমান, থানা : রানিগঞ্জ, চৌকি এবং অ্যাডি.ডিস্ট. সাব রেজিস্ট্রি -রানিগঞ্জ, মৌজা : সাহেবগঞ্জ, জেএল নং ২৫ পরিমাণ ৩.৯৪ কাঠা, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২১২১ এবং ২১২২, বিক্রয় দলিল নং ১-৩৫৮০। সম্পত্তি ৪ : জেলা :বর্ধমান, থানা : রানিগঞ্জ, চৌকি এবং অ্যাডি.ডিস্ট. সাব রেজিস্ট্রি -রানিগঞ্জ, মৌজা : সাহেবগঞ্জ, জেএল নং ২৫ পরিমাণ ৩.৯৪ কাঠা , আরএস এবং এলআর প্লট নং ২১২১ এবং ২১২২, বিক্রয় দলিল নং ১-৩৫৮১। -মোট এরিয়া : ১১.৬৩ কাঠা। চৌহদ্দি : উত্তরে : এন সি গড়াই এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : স্বপন গড়াই এর সম্পত্তি, পূর্বে : এনএইচ৬০, পশ্চিমে : অন্যান্যর খালি জমি সমন্বিত।	৯৫,৪০,৬৭১.০০ টাকা (পঁচানব্বই লাখ চল্লিশ হাজার ছশো একাত্তর টাকা) টাকা ১৬.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	সম্পত্তি ১, ২, ৩ এবং ৪ : ক) ১,২১,০০,০০০.০০ টাকা (*) (এক কোটি একুশ লাখ টাকা) খ) ১২,১০,০০০.০০ টাকা (বারো লাখ দশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50292852889 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত
২	ক) ঋণগ্রহীতা : ১. মেসার্স ফিরোজ হোসিয়ারি স্বত্বা : মহ ফিরোজ আলম পিতা মহ জামালউদ্দিন আলম, ১৪/১৪ বাস্তিন বাজার রোড, আসানসোল -১। ২. মহ ফিরোজ আলম পিতা মহ জামালউদ্দিন আলম, শিবানী অ্যাপার্টমেন্ট, হুটন রোড, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০১। জামিনদাতা : তারান্নুম জিবা স্বামী মহ ফিরোজ আলম, শিবানী অ্যাপার্টমেন্ট, হুটন রোড, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০১। খ) আপকার গার্ডেন শাখা	বাণিজ্যিক তথা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : আসানসোল পুরসভা, জেএল নং ২০, সংশ্লিষ্ট সমুদয় প্রেমিসেস সাতটি কক্ষ পরিমাণ মোট এরিয়া ৬০৫ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭২৬ বর্গফুট আধা বাণিজ্যিক বা গুদাম এর জন্য ব্যবহৃত অবস্থিত একতলায় চারতলা ভবনে, অবস্থিত সিএস প্লট নং ৬৬৯০, সিএস খতিয়ান নং ৪১১৪, আরএস প্লট নং ২৫৫৬৫, আরএস খতিয়ান নং ১৪০৯৭, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪৮৯৯, তারিখ ১০.০৫.২০১০। চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : মহ রহিম এর দোকান, পূর্বে : খালি দোকান তল, পশ্চিমে : বাস্তিন বাজার রোড সমন্বিত।	১,১৫,৯৬,৫৮৮.০০ টাকা (এক কোটি পনের লাখ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশ অষ্টআশি টাকা) টাকা ১৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২০.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৭৬,২৫,০০০.০০ টাকা (*) (ছিয়াত্তর লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) খ) ৭,৬২,৫০০.০০ টাকা (সাত লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50056535676 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিতর জন্য, যোগাযোগ করুন : আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৭৫০৭৭ ৩৩০০৬

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৯.০১.২০২৪ থেকে ২০.০১.২০২৪ (ক্রম নং ১) এবং ২৪.০১.২০২৪ থেকে ২৫.০১.২০২৪ (ক্রম নং ২) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৭.০২.২০২৪ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর “১৮০০১০২৫০২৬” এবং “০১১-৪১১০৬১৩১” যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৬.০১.২০২৪ (ক্রম নং ১) এবং ১৯.০১.২০২৪ (ক্রম নং ২), স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

প্রবল জনস্রোতের মোকাবিলায় অযোধ্যায় থামানো হচ্ছে না ট্রেন

অযোধ্যা, ২০ জানুয়ারি: রামলালার প্রতিষ্ঠা চাক্ষুষ করতে ভক্তের ঢল অযোধ্যায়। ট্রেন, বিমান শুধু নয়, সাইকেল, বাইক এমনকী গরু গাড়ি করেও আসছেন সাধু-সন্তরা।

সোমবার রামমন্দিরের উদ্বোধন। আগে থাকতেই বলা হয়েছিল এই সময়ে সাধারণ মানুষ যেন অযোধ্যায় না-আসেন। কিন্তু ট্রেন বা বিমান ধরে অনেক মানুষ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন এখানে। প্রবল জনস্রোতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রুখতে অযোধ্যায় ট্রেন থামানো বন্ধ হয়ে গেল। প্রশাসনের অনুরোধ মেনে শুক্রবার রাত থেকেই স্টেশন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় উত্তর রেল। অযোধ্যাগামী অনেক ট্রেনের যাত্রা আগের বিভিন্ন স্টেশনে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

অযোধ্যা শহরের কাছাকাছি দু'টি রেলস্টেশন। একটি অযোধ্যা ধাম জংশন, অন্যটি ফৈজাবাদ জংশন। দু'টি স্টেশনেই শনিবার থেকে ট্রেন আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কবে চালু হবে তা জানেন না অযোধ্যা স্টেশনের রেলকর্মীরাও। তবে সোমবার পর্যন্ত যে চলবে না তা নিশ্চিত। কোনও কোনও সূত্র বলছে, বুধবার পর্যন্ত বন্ধ ট্রেন অযোধ্যায় আর থামানো হবে না। এই সময়ে যাঁদের টিকিট কাটা রয়েছে, তাঁরা পুরো টাকা ফেরত পাবেন বলেও জানিয়েছেন এক রেলকর্মী।

অযোধ্যা শহরের যা পরিস্থিতি তাতে জেলা প্রশাসনের কাছে বড় চিন্তা সোমবারের ভিড় নিয়ন্ত্রণ। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, নিমন্ত্রিতরা ছাড়া আর কেউ আসতে পারবেন না এই সময়ে। মন্দির দর্শন দূরের কথা, শহরেও অতিরিক্ত ভিড় করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু বেশ কয়েক দিন আগেই যাঁরা শহরে এসেছেন তাঁরা রয়ে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে এখন সাধু, সন্ত, ভক্তেরা এসেই চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে যে নিমন্ত্রিতেরা ট্রেনে করে শনি ও রবিবারে আসবেন ঠিক ছিল, তাঁরা অনেকেই পথে আটকে পড়েছেন। এখন তাঁদের আনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। শনিবার করসেবকপুরমে গিয়ে দেখা গেল বিশেষ অতিথিদের আনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অন্য দিকে, শনিবার সকাল থেকেই রামলালার দর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে নতুন মন্দির হচ্ছে সেখানেই রয়েছে রামলালার অস্থায়ী ছাউনি। ২০২০ সালের ৫ অগস্ট এখানে মূর্তি রাখা হয়েছিল। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ওই মূর্তি মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হবে। তার আগে আর কোনও দর্শনার্থী রামলালার কাছে যেতে পারবেন না। মন্দিরে যাওয়ার সব রাস্তাই শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে রাস্তার মুখের ভিড় কমানো যায়নি। যে রাস্তাটি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঢুকবেন তার সাজ এখনও শুরুই হয়নি। এই রাস্তা দিয়ে আরএসএসের সর-সঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এবং অন্য অতিথিরাও ঢুকবেন। তবে মন্দিরে যাওয়ার অন্যান্য রাস্তা ফুল দিয়ে সাজানোর কাজ প্রায় শেষ।

যে মন্দিরের উদ্বোধন হবে সোমবার তার একটি মাত্র তলা এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। তারও অনেক কাজ বাকি। সেই নির্মাণকাজও শনিবার থেকে একেবারে বন্ধ।

অযোধ্যা শহরের কাছাকাছি দু'টি রেলস্টেশন। একটি অযোধ্যা ধাম জংশন, অন্যটি ফৈজাবাদ জংশন। প্রশাসনের অনুরোধ মেনে শুক্রবার রাত থেকেই স্টেশন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় উত্তর রেল। অযোধ্যাগামী অনেক ট্রেনের যাত্রা আগের বিভিন্ন স্টেশনে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

মায়ানমারের সেনাদের রুখতে এবার সীমান্ত সিল করছে কেন্দ্র

ইম্ফল, ২০ জানুয়ারি: মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মায়ানমার সীমান্ত সিল করছে কেন্দ্র। শনিবার একথা জানিয়েছেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জানা গিয়েছে, গত তিন মাসে ৬০০-এর বেশি মায়ানমার সেনা সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর-পূর্বের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। মায়ানমার থেকে সীমান্ত এলাকায় এই গতিবিধি রুখতেই এবার কঠোর পদক্ষেপ করতে চলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

মণিপুর ও মিজোরাম লাগোয়া মায়ানমার। দুই রাজ্যই সীমান্তবর্তী। 'ল্যান্ড বর্ডার ক্রসিং' লাগোয়া মোরে শহর। দুই দেশের আদিবাসীরা ১২কিলোমিটার পর্যন্ত ভিসা ছাড়া যাতায়াত করতে পারেন। এবার সেই অবাধ যাতায়াতে লাগাম টানতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। এ প্রসঙ্গে এদিন অসমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশ সীমান্তের মতোই নিরাপত্তার চাদরে মুড়বে মায়ানমার সীমান্তও।' শীঘ্রই মায়ানমার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকতে সে দেশের আদিবাসীদের ভিসার প্রয়োজন হবে। শেষ হবে ১৯৭০এর 'ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম' চুক্তি। গত ৩মে মণিপুরে শুরু হয় মেতেই-কুকি জাতিদাঙ্গা। সরকারি পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী, প্রায় শ-দুয়েক মানুষের মৃত্যু হয়েছে গত ৭ মাস ধরে চলা অশান্তির জেরে। এক হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। নিখোঁজ ৩২ জন। প্রায় লাখ খানেক মানুষ ঘরছাড়া। দুষ্কৃতীরা পাঁচ হাজার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ৩৮৬ টি ধর্মীয়স্থানে হামলা হয়েছে বলে খবর। অশান্তি আগের তুলনায় কমলেও নতুন বছরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরতে পারেনি উত্তপূর্বের রাজ্য।

সেনাকর্তাদের মতে, প্রথমত মণিপুরে অশান্তির শিকড় রয়েছে আসলে মায়ানমারে। কীভাবে? সেনাকর্তার বক্তব্য, মায়ানমার গৃহযদ্ধের প্রভাব পড়ছে মিজোরাম এবং মণিপুর দুই রাজ্যেই। সংঘর্ষ না থামার দ্বিতীয় কারণ, মেতেই ও কুকি দুই গোষ্ঠীর কাছে রয়েছে প্রচুর হাতিয়ার। মনে করা হচ্ছে, চিন থেকে মায়ানমার হয়ে অস্ত্র ঢুকছে বিদ্রোহীদের হাতে। আবার গত তিন মাসে মায়ানমারের প্রচুর সেনা মিজোরামে ঢুকেছে। গৃহযুদ্ধের ফলে মায়ানমারের সেনার ক্যাম্প দখল করেছে আরাকান আর্মি। এর পরই সেখান থেকে ভারতে ঢুকে পড়ে ৬০০সেনা। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার ভারত মায়ানমার সীমান্ত সিল করতে চলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

চিনে স্কুলের ডর্মিটরিতে আগুনে মৃত ১৩

হেনান, ২০ জানুয়ারি: চিনের মধ্যাঞ্চলীয় হেনান প্রদেশে একটি স্কুলের ডর্মিটরিতে আগুন লাগায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় দমকল বাহিনীকে হেনানের ইয়ানশানপু গ্রামের ইংকাই স্কুলে আগুন লাগার এই খবর শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদই জানানো সম্ভব হয়েছিল। খবর পেয়ে উদ্ধারকারীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও প্রাণহানি রোধ করা যায়নি। অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়। সেই প্রাণহানির কথা নিশ্চিতও করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষ। তবে, এঁদের মধ্যে কজন শিশু প্রাণ হারিয়েছে, তা জানা যায়নি। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন একজনই। স্থানীয় হাসপাতালে আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট নয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে। তবে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

Tender Notice
NIT No. 50/23-24, dt 18.01.2024 & 51/23-24, dt. 19.01.2024
Constn. of various schemes at different places of Chapra Dev. Block (Total 5 nos) Total Amount Rs 26,20,087.00/- Last date of NIT No. 50 & 51 bid documents Downloading & Bid sub. 01/02/2024 upto 11-00 a.m., 27/01/2024 upto 11-00a.m.| Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in|
Sd/- E.O/BDO
Chapra Panchayat Samity & Chapra Dev.Block, Nadia.

Notice Inviting E-Tender
By Rani Birla Girls' College for :
1. RFID - RBGC/PRIN/eNIT01/2023-24 ;
2. Koha Software - RBGC/PRIN/eNIT02/2023-24.
Details available in **www.wbtenders.gov.in**

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 12/PGP/5th SFC/Tied/2023-24. Date of publishing: **20/01/2024 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **20/01/2024 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **01/02/2024 up to 4.00 p.m.** Last date of Bid submission: **01/02/2024 upto 4.00 p.m** Technical Bid opening date: **05/02/2024 at 11.00 a.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 13/PGP/5 th SFC/Un-Tied/2023-24. Date of publishing: **20/01/2024 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **20/01/2024 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **01/02/2024 up to 4.00 p.m.** Last date of Bid submission: **01/02/2024 upto 4.00 p.m** Technical Bid opening date: **05/02/2024 at 11.00 a.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 10/PGP/15th FC/Tied/2023-24. Date of publishing: **20/01/2024 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **20/01/2024 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **01/02/2024 up to 4.00 p.m.** Last date of Bid submission: **01/02/2024 upto 4.00 p.m.** Technical Bid opening date: **05/02/2024 at 11.00 a.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 11/PGP/15 th FC/Un-Tied/2023-24. Date of publishing: **20/01/2024 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **20/01/2024 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **01/02/2024 up to 4.00 p.m.** Last date of Bid submission: **01/02/2024 upto 4.00 p.m** Technical Bid opening date: **05/02/2024 at 11.00 a.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

'বাটার চিকেন', 'ডাল মাখানি' নিয়ে সংঘাত দুই রেস্তোরাঁর

আদালতে উঠল মামলা

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি: 'বাটার চিকেন' এবং 'ডাল মাখানি'।

এই দুই লোভনীয় পদের আবিষ্কর্তা কে, তা নিয়ে দুই রেস্তোরাঁর লড়াইয়ের জল গড়াল আদালত। এই দুই পদ নিয়ে সংঘাতে জড়াল দিল্লির দুই প্রখ্যাত রেস্তরাঁ।

সম্প্রতি দিল্লির প্রখ্যাত রেস্তরাঁ 'দরিয়াগঞ্জ' দাবি করেছিল যে, তারাই 'বাটার চিকেন' এবং 'ডাল মাখানি', এই দুই পদের আবিষ্কর্তা। এই দাবি নিয়ে আপত্তি জানায় আর এক প্রখ্যাত রেস্তরাঁ 'মোতি মহল'। তারা সরাসরি দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'বার অ্যান্ড বেঞ্চ'-এর প্রতিবেদনে এমনই জানানো হয়েছে।

দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব নারুলা দরিয়াগঞ্জ রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। একমাসের মধ্যে তাদের লিখিত জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামী ২৯ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

মোতি মহল রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বাটার চিকেন এবং ডাল মাখানির আবিষ্কর্তা বলে দাবি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে দরিয়াগঞ্জ কর্মকর্তারা। তাদের দাবি, স্বাধীনতার পরে রেস্তরাঁটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কুন্দনলাল গুজরাল এই দুই পদের আবিষ্কর্তা। এই দুই পদের উৎপত্তির কাহিনি ব্যাখ্যা করে মোতি মহল জানায়, বাতানুকূল পরিবেশ না থাকায় একবার তন্দুরি চিকেনে বিশেষ টম্যাটো সস, ক্রিম এবং মশলা দিয়ে নতুন পদ তৈরি করেন কুন্দনলাল। সেটিরই নাম দেন বাটার চিকেন। একই ভাবে তৈরি করা হয় ডাল মাখানি।

যদিও দরিয়াগঞ্জ রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, মোতি মহলের গুজরালের সঙ্গে যৌথ ভাবে পদ দু'টি তৈরি করেছিলেন তাঁদের ব্যবসায়িক পূর্বসূরি জাগ্গি। যদিও দরিয়াগঞ্জের সঙ্গে বর্তমানে কোনও ব্যবসায়িক সম্পর্ক না থাকায় মোতি মহল ওই দাবি ঘিরে আপত্তি জানিয়েছে।

রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী, মোদিকে দেখতে জনতার ঢল

বিশেষ উপহার দিল মন্দির কর্তৃপক্ষ

তিরুচিরাপল্লি অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে ২০ জানুয়ারি, শনিবার দু-দিনের তামিলনাড়ু সফরে একাধিক মন্দির দর্শন করে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার সকালে প্রথমে শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরে যান তিনি। রোড শো করে মন্দিরে যান প্রধানমন্ত্রী। আর তাঁকে সামনে থেকে দেখতে রাস্তায় ঢল নামে সাধারণ মানুষের। আট থেকে আশি, মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে জয়ধ্বনি দিয়ে, পুষ্পবৃষ্টি করে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে শহরে স্বাগত জানান।

রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার ঠিক দু'দিন আগে সাবেকি পোশাকে মোদির শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দির দর্শন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কথিত, শ্রী রঙ্গনাথস্বামী আসলে বিষ্ণু। ওই মন্দিরে যে শ্রীরঙ্গমের মূর্তি আছে, তাকে একসময় পুজো করতেন রাম ও তাঁর পূর্ব পুরুষেরা। ব্রহ্মাই নাকি রামের পূর্ব পুরুষদের হাতে এই মূর্তি তুলে দিয়েছিলেন। তাঁরা এই মূর্তি নিয়ে গিয়েছিলেন অযোধ্যায়। নিত্যপুজো করতেন দশরথের পরিবারের সদস্যরা। রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে সেই শ্রীরঙ্গমের মন্দিরেই গেলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন রোড শো করে শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরে গিয়ে বিশেষ পুজো-পাঠেও অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুজো দেওয়ার পর মন্দিরে পালিত কুনকি হাতিকে নিজের হাতে খাবার খাওয়ান প্রধানমন্ত্রী মোদী। হাতিটিও মাউথ অরগ্যান বাজিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শোনান এবং শুঁড় দিয়ে আশীর্বাদ করেন। এরপর রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরের পুরোহিতেরা অযোধ্যার রাম মন্দিরের জন্য শাড়ি সেট-সহ বিশেষ উপহার প্রধানমন্ত্রী মোদির হাতে তুলে দেন।

e-TENDER NOTICE
Office of the Khandaghosh Panchayat Samity Sagrai, Purba Bardhaman
e-**NIT No.BWN/ EO/ KHANDA/ NIeT-14/ 2023-24 (2nd Call), Dt. 19/01/2024 Tender Id: 2023_DMB_649899_1.** Bid submission start Dt. & Time (online): **20/01/2024 from 09:00 am** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **26/01/2024 up to 04:00 pm e-NIT No.BWN/EO/ KHANDA/NIeT-17/2023-24, Dt. 19/01/2024.** Tender **Id: 2023_DMB_ 650974_1 to 4.** Bid submission start Dt. & Time (online): **20/01/2024 from 09:00 am** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **26/01/2024 up to 04:00pm.** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Khandaghosh Panchayat Samity

প্যালেস্তাইনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শংকরের

কাম্পালা, ২০ জানুয়ারি: ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ অব্যাহত, এর মাঝেই প্যালেস্তাইনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ১৯তম নাম সম্মেলনে যোগ দিতে উগান্ডার কাম্পালায় গিয়ে কাজের ফাঁকে বৈঠক করেন দুই বিদেশমন্ত্রী। এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে জয়শংকর বলেন, 'আজ দুপুরে প্যালেস্তাইনের মন্ত্রী ড. রিয়াদ আল-মালিকির সঙ্গে বৈঠক করে ভালো লাগল। গাজার যুদ্ধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল। সেখানকার রাজনৈতিক ও মানবিক দিকগুলোর বিষয়ে কথা হল। উনি সম্মত হয়েছেন নিয়মিত যোগাযোগ রাখার বিষয়ে।' এদিন সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শংকর বলেন, 'স্থিতিশীলতার ওপরে উন্নয়ন নির্ভর করে। আমাদের বৈশ্বিক

অস্তিত্বের ক্ষেত্রে যে কোনও জায়গার সংঘর্ষ সর্বত্রই প্রভাব ফেলে। ইউক্রেনে যা হয়েছে তাতে জ্বালানি, খাদ্য ও কীটনাশক সরবরাহে ভাটা পড়েছে।' একই সঙ্গে গাজায় ঘটে চলা পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়াও কী ভাবে হচ্ছে সেকথাও জানান বিদেশমন্ত্রী।

ইরান প্রসঙ্গে মুখ খুললেন পাক প্রধান

ইসলামাবাদ, ২০ জানুয়ারি: ইরান প্রসঙ্গে মুখ খুললেন পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান আনওয়ার হক কাকর। ইরানের সঙ্গে তৈরি হওয়া ছোটখাটো সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে তা মিটিয়ে নেওয়া যাবে বলে শুক্রবার তিনি জানান। কিছু দিন আগে ইরানের হামলার জবাবে পালটা প্রত্যাঘাত করার পরে দু' দেশের সম্পর্কে কিছুটা সমস্যা হয়েছিল। এমনকি, নতুন করে যুদ্ধের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। ইরানের বায়ুসেনার বিমান পাক সীমান্তে মহড়া শুরু করে দিয়েছিল। এরপরই রাতারাতি সুর নরম করেছে ইসলামাবাদ। হামলা, পালটা-হামলায় না গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি কায়েম করতে চাইছে ইসলামামাবাদ। পাকিস্তানের তদারকি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যও সেই ইঙ্গিতই বহন করছে।

প্যালেস্তাইনকে কখনওই স্বীকৃতি দেবেন না, মন্তব্য নেতানিয়াহুর

তেলআভিভ, ২০ জানুয়ারি: গাজার যুদ্ধ থামলেও তাঁরা প্যালেস্তাইনকে যে কখনওই স্বীকৃতি দেবেন না, সে কথা আমেরিকার কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলে শনিবার জানালেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। লোহিত সাগর অঞ্চলে আমেরিকা ও ব্রিটেনের যৌথ বাহিনীর সঙ্গে যখন ইয়েমেনের হুথি জঙ্গিদের সংঘর্ষ চলছে, তখন নেতানিয়াহুর মন্তব্যে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা।

হুথি জঙ্গিরা লোহিত সাগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে আক্রমণ করেই চলেছে। এদিন আবারও ইয়েমেনে থাকা বেশ কয়েকটি হুথি ঘাঁটিকে নিশানা করেছে আমেরিকা। এমতবস্থায় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যেও নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সম্পূর্ণ জয় না-পাওয়া পর্যন্ত গাজার যুদ্ধ চলবে বলে এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ দেশই চায়, যুদ্ধ শেষে দু'টো দেশই থাকুক।দুই দেশ নীতির সমর্থক রাষ্ট্রপুঞ্জও। এমনকি ইজরায়েলের বন্ধু দেশ আমেরিকাও এরই পক্ষে। কিন্তু অরাজি ইজরায়েল।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ইডি, তল্লাশির পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদও

রাঁচি, ২০ জানুয়ারি: বারবার ইডির তলব এড়াচ্ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। শনিবার সরাসরি তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন ইডি আধিকারিকেরা। অর্থ তছরুপের মামলায় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের

রাঁচির বাড়িতে হানা দেয় ইডি আধিকারিকদের একটি দল। তল্লাশি অভিযান চালানোর পাশাপাশি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়।

যদিও কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ দেখান তাঁর অনুগামীরা। ইডি সূত্রে খবর, জমি বিক্রি সংক্রান্ত আর্থিক তছরূপের মামলায় এদিন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সরকারি বাসভবন, রাঁচির বাড়িতে হানা দেয় ইডি-র ৩ আধিকারিকের একটি দল। ইডি-র এই আধিকারিকেরা দিল্লি থেকে এদিন রাঁচিতে যান। তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাঁরা। ইডি আধিকারিকেরা ৮টি ফাইল এবং ৩০০ প্রশ্নের একটি তালিকা নিয়ে এসেছিলেন, এমনকী নিজেদের খাবার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢোকেন বলে সূত্রের খবর। ইডি আধিকারিকেরা দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদে মুখ্যমন্ত্রী সোরেনের বয়ান রেকর্ড করেন।

এদিকে, ইডি আধিকারিকেরা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই বাইরে বিক্ষোভ দেখান তাঁর অনুগামী-সমর্থকেরা। দলীয় পতাকা নিয়ে রাস্তায় নামে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার কর্মী-সমর্থকেরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে হেমন্ত সোরেনের বাড়ির বাইরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

প্রসঙ্গত, রাঁচিতে জমি বিক্রি সংক্রান্ত আর্থিক তছরূপের মামলায় ইতিমধ্যে ১৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এই মামলায় নাম জড়ানো ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ৫ বার নোটিস পাঠিয়েছে ইডি। চলতি মাসেই ৩ বার তলব করে নোটিস পাঠিয়েছিল। কিন্তু, একবারও হাজিরা দেননি মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই তলব বেআইনি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
CORRIGENDUM
2nd Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 104/PW/Eng/23 Dt. 11.07.2023
Bid Submission period : 02.02.2024 instead of 18.01.2024. Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

e-TENDER NOTICE
e-TENDERS are invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas. Tender Notice No: CHOW-II/26/24, Tender Notice No: CHOW II/30/24 Last date of Bid submission: 05/02/2024. Tender Notice No: CHOW-II/31/24. Last date of Bid submission: 06/02/2024. Tender Notice No: CHOW-II/35/24. Last date of Bid submission: 07/02/2024. For more details please visit: https://wbtenders.gov.in or contact to the G.P Office.
Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas.

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **1 no.** work under **15th FC Tied 2022-23** Fund vide **Memo No.: 47/DGP & e-NIT No.: 22/DGP/PRO/2023-24, Date: 19.01.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **20.01.2024 at 04:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **01.02.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **05.02.2024 at 10:30 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৩-২৪-১৫, তারিখ ১৯.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেল, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও সুপারভাইজরি লাইসেন্স আছে ও আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার কেস নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৩-২৪-১৫। কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশন ঃ জামতাড়া–ঝাঝা শাখায় স্যুইচিং পোস্ট/টিএসএস-এর বহু পুরনো আর্দিং সিস্টেমের সংস্কার ও শঙ্করপুর/টিএসএস এবং জামতাড়া/টিএসএস-এ কন্ট্রোল ও রিলে প্যানেলের প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ২,২৬,১৯,৩২৩.৩৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৬৩,১০০ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০২.২০২৪-এ বেলা ১১টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **কাজের জন্য অফারের বৈধতা ঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।
(ASN-203/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

SRIDHARNAGAR GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O RASKHALPUR, P.S-GOBARDHANPUR COASTAL, DIST. SOUTH 24 PARGANAS
On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids through E-Tender for various kind of work like Tube well, Culvert, Roads (Vide **NIT No. 15 &16/SGP/2024)** within the GP area. The last bid submission date is **03/02/2024 till 02.00 P.M.** For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan,
Sridhannagar GP

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for vide **Memo No.: i) 30/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 14 (2nd Call), Date: 17.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_650937_1. ii) 31/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 15 (2nd Call), Date: 17.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_650931_1, iii) 32/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 16 (2nd Call), Date: 17.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_650924_1. iv) 33/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 17, Date: 17.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_650911_1 & 2. v) 34/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 18, Date: 17.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_649061_1&13 . vi) 35/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 19, Date: 17.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_648455_1 &2. vii) 36/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 20, Date: 17.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_648371_1.** Bid Submission Start Date (Online): **18.01.2024 (For NIT-14, 15 & 16) & 19.01.2024 (For NIT-17, 18, 19, 20).** Bid Submission Closing Date (Online): **05.02.2024.** Bid Opening Date (Technical): **07.02.2024.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

আবার বিয়ে করে ফেললেন শোয়েব মালিক

সানিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনার মাঝেই শুরু নতুন জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার বিয়ে করলেন শোয়েব মালিক। ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনার মাঝেই বিয়ে করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে নিজেই জানালেন বিয়ের কথা। সানিয়া এখন ব্যস্ত অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ধারাভাষ্য দিতে। তার মাঝেই পাকিস্তানে বিয়ে সেরে ফেললেন শোয়েব। পাক অভিনেত্রী সানা জাভেদকে বিয়ে করেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছবিও পোস্ট করেছেন শোয়েব।

বুধবার সানিয়ার একটি পোস্টে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত ছিল। সানিয়ার যে পোস্ট করেছিলেন তার অর্থ, ‘‘বিয়ে কঠিন। বিচ্ছেদও কঠিন। নিজের কঠিনটাকে বেছে নিন। স্থূলতা ভাল নয়। ফিট থাকাও কঠিন। নিজের কঠিনটা বেছে নিন। ঋণের মধ্যে থাকা কঠিন। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন। নিজের কঠিনটা বেছে নিন। যোগাযোগ রাখা কঠিন। যোগাযোগ না রাখাও কঠিন। নিজের কঠিনটাকে বেছে নিন। জীবন কখনও সহজ নয়। এটা সব সময় কঠিন। কিন্তু আপনি আপনার কঠিনটা বেছে নিতে পারেন। বেছে নিন।’’ তার দু’দিন আগে সমাজমাধ্যম থেকে শোয়েবের সব ছবি মুছে দিয়েছিলেন ভারতের টেনিস তারকা। একটিমাত্রই ছবি রয়েছে। সেখানে সানিয়া এবং শোয়েবের সঙ্গে তাঁদের ছেলে ইজহান রয়েছেন। সেই ছবির ক্যাপশনে শোয়েবের বিশেষ নামোল্লেখ নেই। ইজহানের জন্মদিন উপলক্ষে সেই ছবিটি পোস্ট করেছিলেন সানিয়া। সেই ছবি বাদে শোয়েবের সব ছবি মুছে দিয়েছিলেন সানিয়া।

কিছু দিন আগে পর্যন্তও শোয়েবের ইনস্টাগ্রাম বায়োতে লেখা থাকত সানিয়ার স্বামী হিসাবে। এর পর নিজেকে একজন ‘সুপারউওম্যান’-এর স্বামী হিসেবেও উল্লেখ করেছিলেন শোয়েব। সেই বাক্য সরিয়ে নিয়েছেন। এমনকি তাঁর ইনস্টাগ্রামেও সানিয়ার ছবি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ছেলে ই জহানের সঙ্গে অনেক ছবি দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

গত বছর থেকেই সানিয়া এবং শোয়েবের সম্পর্কে চিড় ধরার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। সানিয়ার বাড়িতে ইফতার পার্টিতে ছিলেন না শোয়েব। ইফতার পার্টির ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে দিয়েছিলেন সানিয়া। সেখানে ছেলে ইজহান-সহ পরিবারের বাকিরা ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রিকেটারকে দেখা যায়নি। ভিডিয়োর ক্যাপশনে সানিয়া লিখেছিলেন, ‘‘প্রিয়জনদের সঙ্গে ইফতার।’’ তার পরেই অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তা হলে কি সানিয়ার প্রিয়জনদের তালিকায় আর শোয়েব নেই। নইলে তিনি কেন বাদ পড়লেন? উত্তর হয়তো পাওয়া গেল শনিবার। সানিয়া এবং শোয়েবের বিচ্ছেদের জল্পনার মাঝেই বিয়ে সেরে ফেললেন পাক ক্রিকেটার।

২০১০ সালের ১২ এপ্রিল এক হয়েছিল চার হাত। ক্রিকেট ব্যাট বা টেনিসের র‍্যাকেটের ঢোকাঢুকি ছিল না। বরং কাঁটাতারের বিভেদ, সমালোচনা ঢাকা পড়েছিল দুই ক্রীড়াবিদের ভালবাসায়। হায়দরাবাদ হোক বা দুবাই অথবা করাচি, হাতে হাত রেখে হাসিমুখে দেখা গিয়েছে দু’জনকে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ককে বিয়ে করলেও সানিয়া ভারতের হয়েই টেনিস খেলে গিয়েছেন। শোয়েবও ঘরজামাই হয়ে সচিন তেন্ডুলকরদের সতীর্থ হওয়ার চেষ্টা করেননি।

সমাজমাধ্যমে মাঝেমধ্যেই ভেসে উঠত সানিয়া-শোয়েবের ছবি। একসঙ্গে। পাশাপাশি। চোখে চোখ। হাতে হাত। সেই সমাজমাধ্যমও এ বার চুপ। সানিয়াকে বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানাননি শোয়েব। টেনিস তারকাও বিশেষ দিনের কথা ভাগ করে নেননি অনুরাগীদের সঙ্গে। কিছু আগেও সানিয়ার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন শোয়েব। গত কয়েক মাসে তাঁদের পারিবারিক পোস্ট বলতে ছেলে ইজহানের সঙ্গে। কোথাও শোয়েবের সঙ্গে সানিয়া নেই। সানিয়ার পাশেও শোয়েব নেই। কোথাও নেই বিয়ের জন্মদিনের কথা।

বিচ্ছেদ নিয়ে কেউ মুখ খোলেননি। পরস্পরকে কখনও দোষারোপ করেননি। এই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন দু’জনেই। সানিয়া টেনিসকে বিদায় জানিয়েছেন। শোয়েব এখনও টেনে নিয়ে চলেছেন ক্রিকেটজীবন। পাক অভিনেত্রী আয়েষা ওমরের সঙ্গে শোয়েবের ঘনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল সম্পর্কের টানাপড়েন। সেই ফাটল ক্রমশ বেড়েছে। অবশেষে শোয়েব বিয়ে করলেন সানা জাভেদকে।

দেশে হল না, চোট সারাতে এ বার লন্ডন যাবেন শামি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখনও সুস্থ হতে পারেননি মহম্মদ শামি। লন্ডন যাবেন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে। সঙ্গে যাবেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির স্পোর্টস সায়েন্সের প্রধান নিতিন পটেল। বিশ্বকাপের পর থেকেই চোটের কারণে খেলছেন না শামি। কবে আবার তাঁকে মাঠে দেখা যাবে তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলবে দুই দল। কিন্তু সেই সিরিজে শামিকে পাওয়া যাবে কি না তা পরিষ্কার নয়। শুধু ভারত নয়, চিন্তায় গুজরাত টাইটান্সও। দু’মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে আইপিএল। সেখানে শামিকে না পাওয়া গেলে বোলিং বিভাগ কিছুটা দুর্বল হবে গুজরাতের।

কিছু দিন আগে শামির ব্যাটিং অনুশীলনের ভিডিয়ো দেখা গিয়েছিল সমাজমাধ্যমে। কিন্তু এখনও বোলিং করতে দেখা যায়নি শামিকে। তাঁর গোড়ালিতে চোট রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই কারণেই লন্ডনে এক বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হতে পারে শামিকে।

শুধু শামি নন, লন্ডনে পাঠানো হতে পারে ঋষভ পন্থকেও। ভারতের তরুণ উইকেটরক্ষক ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। তার পর থেকে এখনও সুস্থ হতে পারেননি পন্থ। চোট রয়েছে শার্দূল ঠাকুরেরও। তাঁর হাঁটুতে চোট থাকায় রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে পারছেন না। বোর্ড অনুমতি দেয়নি তাঁকে রঞ্জি খেলার। সুস্থ হতে সময় লাগবে পৃথ্বী শ-এরও। তাঁরও হাঁটুতে সমস্যা রয়েছে। অন্তত এক মাস লাগবে তাঁর সুস্থ হতে।

টেস্ট দলেও কি এ বার সুযোগ পাবেন রিঙ্কু, তিলক!

আগামী প্রজন্ম তৈরির কাজ শুরু করে দিল বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলছে ভারত এ দল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ম্যাচের দলে ডাক পেলেন রিঙ্কু সিংহ এবং তিলক বর্মা। বোর্ড দল ঘোষণা করতেই আগামী প্রজন্ম তৈরির ইঙ্গিত পাচ্ছেন অনেকে।

রিঙ্কু এবং তিলককে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে দেখা গিয়েছিল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হয়তো সুযোগ পাবেন না তাঁরা। কিন্তু আগামী দিনের জন্য রিঙ্কুদের তৈরি হওয়ার বার্তা দিয়ে রাখল বোর্ড। রঞ্জি ট্রফি নয়, রিঙ্কু এবং তিলককে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলতে পাঠানো হল। রিঙ্কুকে শুধু তৃতীয় ম্যাচের জন্য রাখা হলেও তিলককে দু’টি ম্যাচের দলেই রাখা হয়েছে।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলে থাকা ওয়াশিংটন সুন্দর এবং আরশদীপ সিংহকেও বেসরকারি টেস্টের দলে রাখা হয়েছে। ভারত এ দলের অধিনায়ক হিসাবে থাকছেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। সেই সঙ্গে বাংলার আকাশ দীপকেও দলে রাখা হয়েছে। এই দুই বেসরকারি টেস্ট দলে রাখা হয়নি শ্রীকর ভরতকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট দলে রাখা হয়েছে তাঁকে। সেই কারণেই ভারত এ-র হয়ে খেলতে পারবেন না তিনি।

দ্বিতীয় ম্যাচের দল অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), সাই সুদর্শন, রজত পটীদার, সরফরাজ খান, তিলক বর্মা, কুমার কুশাগ্র, ওয়াশিংটন সুন্দর, সৌরভ কুমার, আরশদীপ সিংহ, তুষার দেশপাণ্ডে, বিদ্দাথ কাবেরাপ্পা, উপেন্দ্র যাদব, আকাশ দীপ এবং যশ দয়াল।

তৃতীয় ম্যাচের দল অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), সাই সুদর্শন, রজত পটীদার, সরফরাজ খান, তিলক বর্মা, রিঙ্কু সিংহ, কুমার কুশাগ্র, ওয়াশিংটন সুন্দর, শামস মুলানি, আরশদীপ সিংহ, তুষার দেশপাণ্ডে, বিদ্দাথ কাবেরাপ্পা, উপেন্দ্র যাদব, আকাশ দীপ এবং যশ দয়াল।

অভিষেকের শতরান

ইডেনে দ্বিতীয় দিন খেলা হল মাত্র ৫৫ ওভার, বাংলা ৩৮১/৮

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেনে শতরান করলেন অভিষেক পোড়েল। বাংলার তরুণ উইকেটরক্ষক ব্যাট হাতে দলের ভরসা হয়ে উঠলেন। অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার ৭১ রান করে আউট হলেও বাংলাকে টানলেন অভিষেক। তাঁর ১১৪ রানের ইনিংসে ভর করে বাংলা তুলল ৩৮১ রান। হাতে এখনও ২ উইকেট।

প্রথম দিনের শেষে বাংলা তুলেছিল ২০৬ রান। ৪ উইকেট পড়েছিল বাংলার। কিন্তু প্রথম দিন খেলা হয়েছিল ৭৩ ওভার। দ্বিতীয় দিন খেলা হল ৫৫ ওভার। প্রথম দিন শেষ বেলায় কম আলোর জন্য খেলা হয়নি। দ্বিতীয় দিন খেলা শুরু হল দেরিতে। প্রথম সেশনে খেলাই হল না। শেষও হল তাড়াতাড়ি। অভিষেক ২১৯ বলে ১১৪ রান করেন। ১৪টি চার এবং একটি ছক্কা মারেন বাংলার উইকেটরক্ষক। ঋদ্ধিমান সাহা, শ্রীবৎস গোস্বামীর পর বাংলার আরও এক উইকেটরক্ষক দলকে ভরসা দিচ্ছেন।

অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা শুভম চট্টোপাধ্যায় ৬১ বলে ২১ রান করেন। স্পিনার করণ লাল ২৪ রানে অপরাজিত। আগের ম্যাচে ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দেওয়া মহম্মদ কাইফ এই ম্যাচে করলেন ৫ রান। দিনের শেষে ক্রিজে করণের সঙ্গে সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল।

ম্যাচ শুরুর আগে মনোজ তিওয়ারিরা জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা সরাসরি ম্যাচ জিততে চাইছেন। কিন্তু আলো কম থাকায় দু’দিনে খেলা হল মাত্র ১২৮ ওভার। ফলে বাকি দুই দিনে বাংলার পক্ষে ছত্তীসগঢ়ের ২০ উইকেট তুলতে হবে বাংলাকে। যদিও মনোজদের ইনিংস এখনও শেষ হয়নি। তৃতীয় দিনে বাংলা আর কত রান তুলতে পারে সেই দিকে নজর থাকবে। তার পর দ্রুত বিপক্ষের উইকেটও তুলতে হবে বাংলাকে।

বাবরদের ক্রিকেটে পদত্যাগের হিড়িক! কোচ, অধিনায়ক, নির্বাচকের পর এ বার চাকরি ছাড়লেন স্বয়ং বোর্ড প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দিনের বিশ্বকাপের পর থেকেই পাকিস্তান ক্রিকেটে চলছে পদত্যাগ পর্ব। বাবর আজম নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। নির্বাচকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ইনজামাম উল হক। দায়িত্ব ছেড়েছিলেন পাকিস্তানের কোচেরাও। এ বার বোর্ড প্রধানের পদ থেকে সরে গেলেন জাকা আশরফ।

২০২৩ সালের জুলাই থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্বে ছিলেন আশরফ। নজম শেঠির পর দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। শুক্রবার লাহোরে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে একটি বৈঠক হয়। তার পরেই প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার উল হক ককরের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন আশরফ। পাক বোর্ডের তরফেও জানিয়ে দেওয়া হয় যে তিনি পদত্যাগ করেছেন।

আশরফ বোর্ড প্রধান থাকাকালীন নানা বিতর্কের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট। প্রাক্তন অধিনায়ক বাবরের সঙ্গে এক কর্তার হোয়াট্ সঅ্যাপ বার্তা প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। সেটাও আশরফের নির্দেশেই এসেছিল বলে শোনা যায়। এ ছাড়াও বিশ্বকাপে পাকিস্তানের খারাপ ফলের জন্য বেশ কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন আশরফ। প্রাক্তন বোর্ডকর্তা নজম সম্পর্কেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

আশরফ বোর্ড প্রধান থাকাকালীনই পাকিস্তানের টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য নতুন দুই অধিনায়কের নাম ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে নির্বাচক এবং কোচের দায়িত্বও দেওয়া হয় পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের। যদিও বিশ্বকাপের পর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও ম্যাচ জিততে পারেনি পাকিস্তান।

শাকিবের জায়গা নেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন বাংলাদেশের জোরে বোলার, চান দেশকে নেতৃত্ব দিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের অধিনায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তাসকিন আহমেদ। তাঁর আশা, আগামী দিনে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভার দেওয়া হবে তাঁর কাঁধেই। এখন বাংলাদেশের অধিনায়ক শাকিব আল হাসান। আগামী দিনে তাঁর জায়গা নেবেন বলে আশা করছেন তাসকিন।

চোটে খেলতে না পারলে বা অন্য কোনও কারণে দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেন নাজমুল হোসেন শান্ত। তাসকিন স্বপ্ন দেখছেন সেই জায়গা নিতে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, তদেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন কে না দেখে! প্রতিটা ক্রিকেটারেই এই স্বপ্ন রয়েছে। আশা করি ধাপে ধাপে সেটা হবে।দ

এই মুহূর্তে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) খেলছেন তাসকিন। দুর্দান্ত ঢাকা দলে তিনি সহ-অধিনায়ক। ফলে নেতৃত্ব বুঝে নেওয়ার কাজ এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিযোগিতার আগে নিজের দলের সম্পর্কেও কথা বলেছেন তাসকিন। তাঁর কথায়, তআমাদের দলটা তরুণদের নিয়ে গড়া। সুজন স্যর রয়েছেন। মোসাদ্দেক হোসেন রয়েছে। আমি নিজেও আছি। বাকি অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদেরও পাওয়া যাবে।দ

তবে বিদেশিদের নিয়ে একটু চিন্তায় রয়েছেন তাসকিন। বলেছেন, তকাকে কবে পাওয়া যাবে সেটা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। অনেক বিদেশি ক্রিকেটার দেরি করে আসছে। অনেকে সঠিক সময়ে খেলতে পারবে না। যদি দলটাকে গুছিয়ে নিতে পারি তা হলে লড়াই দিতে পারব।

লাল-হলুদ জনতাকে ধন্যবাদ নন্দদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ডার্বিতে জেতার পর স্বাভাবিক ভাবেই খুশির রেশ ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। গোটা দলই চনমনে। কিন্তু বাড়তি উচ্ছ্বাস দেখাতে রাজি নয় তারা। কারণ সেমিফাইনালে সামনে জামশেদপুর এফসি। যে দলের কোচ খালিদ জামিল এসেই দলকে পাল্টে দিয়েছেন। শুক্রবার ম্যাচের পর সমর্থকদের কাঁধে চেপে স্টেডিয়াম থেকে বাসে উঠলেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। বার বার ধন্যবাদ জানালেন লাল-হলুদ জনতাকে।

এ দিকে, শেষ তিনটি কলকাতা ডার্বির দু’টিতে গোল করেছেন নন্দকুমার সেকার। মোহনবাগানকে সামনে পেলেই যেন বাড়তি তেতে উঠছেন। শুক্রবারের ম্যাচে একটি পেনাল্টি পেতে পারতেন। প্রথমার্ধে নষ্ট করেছেন সহজ সুযোগ। তবু দিনের শেষে তাঁর নামের পাশে একটি গোল। উচ্ছ্বাসে ফুটছেন নন্দকুমার।

ম্যাচের পর নন্দ বলেছেন, তমোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করতে পেরে ভাগ্যবান। নতুন বছরে প্রথম বার গোল করলাম। সেটাও আবার ডার্বিতে। দ্বিতীয় হয়ে গোল হয়ে গেল আমার। খুব খুশি।দ গোলের পর ইস্টবেঙ্গল গ্যালারির দিকে গিয়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় উচ্ছ্বাস করতে দেখা যায় নন্দকে। সে প্রসঙ্গে বলেছেন, তসমর্থকদের জন্যই ওই উচ্ছ্বাস। বাইরের মাঠে ম্যাচ খেলছি। ওরা এত দূর থেকে আমাদের সমর্থন করতে এসেছেন। তাই ওদের কৃতিত্ব দিতেই হত।

বিরতিতে কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের বার্তাতেই যে চাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল সেটা মেনে নিয়েছেন নন্দ। বলেছেন, তকোচ বলেছিলেন, ম্যাচ ১-১। আমরা ভাল খেলছি। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে বলেছিলেন। নিজেদের কাছে বল রাখতে বলেছিলেন। অতিরিক্ত চাপ নিতে বারণ করেছিলেন। লম্বা বল খেলতে দেননি। আশা রেখেছিলেন আমরা গোল করতে পারব।দ

গোল না করলেও ডার্বির নীরব নায়ক বাঙালি শৌভিক চক্রবর্তী। তিনি বোতলবন্দি করে রেখেছিলেন হুগো বুমোসকে। ফরাসি ফুটবলারকে তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতেই দেননি। সেই শৌভিক ম্যাচের পর বলেছেন, তডার্বির জয় সব সময়েই বিশেষ। প্রতিশোধ নেওয়ার কথা মাথাতেই ছিল না। আমরা জিততে চেয়েছিলাম। এই জয় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য।দ

এ দিকে, ভুবনেশ্বরে ম্যাচের আগে পুলিশের হাতে দু’দলের সমর্থকদের নিগৃহীত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। স্টেডিয়ামে ঢোকার সময় সমর্থকদের বচসা হয় স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে। এক মহিলা এবং বাচ্চাকে ধাক্কা মারা হয় বলে অভিযোগ। এক ইস্টবেঙ্গল সমর্থককেও মেরেছে পুলিশ। অভিযোগ, ডার্বি ম্যাচের জন্য যত সংখ্যক পুলিশ রাখার দরকার তা ছিল না।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**